Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadro 18, 1433 Bangla, September 02, 2026, Wednesday, No. 239, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has paid tributes to the grave of his parents, BNP's founder Shahid President Ziaur Rahman and former Prime Minister Begum Khaleda Zia, marking party's 48th founding anniversary. (Jago News: 11)

Tarique Rahman has said, Bangladesh's sustainable progress and development can be ensured through effective democratic system. (R. Today: 21)

US President has thanked Bangladesh Prime Minister for his initiative to purchase Boeing aircraft from Washington. (BBC: 03)

Home Minister has announced that thermal and night-vision drones will be deployed to secure remote border areas. (Jago FM: 15)

Government has issued a gazette notification announcing a special incentive package for installing solar power systems to ensure sustainable energy security. (BBC: 07)

Indian High Commissioner to Bangladesh has said, there is no chance for Dhaka-New Delhi relations to remain stuck in the past. (BBC: 06)

Asian Development Bank has approved 17 crore 50 lakh dollar concessional loan to expand electricity network in Bangladesh's Hill Tracts. (Jago News: 13)

FAO has estimated that about 5 million people in Bangladesh will need emergency assistance by November next. (DW: 09)

Iran has urged US to hounour commitment under MoU signed by the two countries. (DW: 10)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১৮, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ০২, ২০২৬, বুধবার, নং- ২৩৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (জাগো নিউজ: ১১)

তারেক রহমান বলেছেন, কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। (রে. টুডে: ২১)

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ধন্যবাদ । (বিবিসি: ০৩)

সীমান্তের দুর্গম এলাকাগুলো নজরদারি করতে থার্মাল ও নাইট-ভিশন ড্রোন ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৫)

টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। (বিবিসি: ০৭)

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বলেছেন, ঢাকা-নতুন দিল্লি সম্পর্ক অতীতে আটকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। (বিবিসি: ০৬)

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের জন্য ১৭ দশমিক ৫ কোটি ডলার অনুমোদন করেছে এশীয় উন্নয়ন বাংক। (জাগো নিউজ: ১৩)

বাংলাদেশের প্রায় ৫০ লাখ মানুষের আগামী নভেম্বর পর্যন্ত জরুরি কৃষি সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তবর্তীকালীন যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান ইরানের। (ডয়েচে ভেলে: ০৬)

বিবিসি

শিগ্‌গির সাক্ষাতের প্রত্যাশা ট্রাম্পের, বোয়িং বাংলাদেশকে হতাশ করবে না : ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বাসস এই তথ্য জানিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিগ্‌গিরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের আশা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনের বরাত দিয়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বা বাসস এই তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, তারেক রহমানকে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চিঠিতে ট্রাম্প উল্লেখ করেন, “নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে গেলেও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও এ দেশের জনগণের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।” চিঠিতে তিনি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার কথাও জানান। খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, “বোয়িং বাংলাদেশকে হতাশ করবে না।” একইসঙ্গে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ব্যক্তিগত মনোযোগের কথা তিনি সবসময় মনে রাখবেন বলেও উল্লেখ করেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলে কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিএনপি

বাংলাদেশে দীর্ঘ ১৭বছর পর আবার ক্ষমতায় ফিরে আসা বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হচ্ছে পহেলা সেপ্টেম্বর। ১৯৭৮ সালের এ দিনে সেনাপ্রধান থেকে ক্ষমতায় আসা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থেকেই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো এ রাজনৈতিক দলটি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পর এবার ক্ষমতায় থেকেই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে দলটির বর্তমান নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে। এর আগে, দলটির প্রয়াত চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। এর নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা মনে করেন, দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদের সেনাশাসনে দল কয়েক দফা ভাঙলেও মূলত আওয়ামী লীগের শেষ ১৫ বছরেই দলটি সবচেয়ে প্রতিকূল ও বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। তাদের মতে, প্রথমে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দল ভাঙ্গনের মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ভাঙেনি। আবার দলটির চেয়ারম্যান কারাগারে ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিদেশে- বৈরী পরিবেশেও দলটি টিকে থেকে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ১৯৮১ সালে সেনা অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর পুরো আশির দশক জুড়ে সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় দলটি একাধিকবার ভাঙনের মুখে পড়েছে। তবে ২০০৭ সালের পর ১৭ বছরে দলটি আরও বৈরী পরিবেশে পড়লেও দলটিতে তেমন কোনো ভাঙন দেখা যায়নি। কীভাবে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সামলে নিয়েছিল বিএনপি- এমন এক প্রশ্নের জবাবে দলটির সিনিয়র নেতাদের একজন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলছেন, “প্রয়াত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দলটির নীতি ও আদর্শ জনআকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে কাজ করেছে, যে কারণে কঠিন পরিস্থিতিতেও দলটির প্রতি জনসমর্থন ছিল দৃশ্যমান। সেটিই বিএনপিকে বৈরি পরিবেশে টিকিয়ে রেখেছে।”

ক্ষমতা হারানো, বিপর্যয় ও পুনরুত্থান

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, জেনারেল এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছিল বিএনপি। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে দাবি মেনে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল ১৯৯৬ সালের মার্চে। পরে আবার আওয়ামী লীগকে হারিয়ে ২০০১ সালে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় ফিরেছিল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। কিন্তু ওই সরকারের আমলেই তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রীর সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের উত্থানসহ বিভিন্ন ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি সংকট তৈরি হয়েছিল সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর নেওয়ার বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করার কারণে। এর পেছনে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ইচ্ছে লুকায়িত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ নিয়ে রাজনৈতিক সংকটের জের ধরে সবশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানালে ২০০৬ সালের অক্টোবরে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন তখনকার রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। কিন্তু এরপর রাজনৈতিক সহিংসতা আরও ব্যাপক হয়ে ওঠলে এক পর্যায়ে ক্ষমতায় আসেন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে বিএনপির সব ধরনের নিয়ন্ত্রণের কার্যত অবসান ঘটে। এরপর ওই সরকারের দুই বছরে তখনকার বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে কারাগারে নেওয়া হয়। জেলে যান দল দুটির অনেক নেতাই। ওই সময়ে আটক হয়ে কারাগারে দিয়ে পরে চিকিৎসার জন্য ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। পুরো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি

আর ফিরে আসেননি। এরপর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আর শোচনীয় পরাজয় ঘটে বিএনপির। এরপর আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সরিয়ে দিলে ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিয়েছিল কয়েকটি দলের সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে। কিন্তু ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের সেই নির্বাচন শেষ পর্যন্ত দলটি প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগ আমলের সবশেষ ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনেও অংশ নেয়নি বিএনপি ও সমমনা দলগুলো। আবার এসব একতরফা নির্বাচনের বিরুদ্ধে খুব বেশি কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার সাংগঠনিক দক্ষতারও প্রমাণ দিতে পারেনি বিএনপি।

রাজনৈতিক কর্মীদের মতে, দলটির জন্য সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা ছিল ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি দুর্নীতি মামলায় সাজা দিয়ে দলটির তখনকার চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠানোর ঘটনা। তার বিরুদ্ধেও খুব একটা প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিএনপি তৈরি করতে পারেনি বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। তখন থেকেই লন্ডনে থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেন তার ছেলে তারেক রহমান। এরপর শর্তসাপেক্ষে নির্বাহী আদেশে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাসায় বন্দি থাকা খালেদা জিয়ার চূড়ান্ত মুক্তি ঘটেছিল ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের কয়েকঘণ্টা পর রাষ্ট্রপতির আদেশে। গত ডিসেম্বরে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর দলের পূর্ণাঙ্গ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন তারেক রহমান। তার কয়েকদিন আগেই তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের দুই মাস আগে গত বছরের ডিসেম্বরে। পরে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে তার দল বিএনপি। বিএনপি বরাবরই অভিযোগ করে আসছে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে 'বিএনপির প্রায় ৪০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। ৬০০ নেতাকর্মীকে গুম করে ফেলা হয়েছে। সহস্রাধিক নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে'। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে তখন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মতো কোনো পরিস্থিতি বিএনপি রাজনৈতিকভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। পাশাপাশি দুটি নির্বাচন বর্জন, একটিতে অংশ নিয়েও ব্যাপক কারচুপির মুখে প্রত্যাখ্যান, চেয়ারপার্সনের জেলে যাওয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্বাসন- এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও দলটি এককভাবে অনেকবার আন্দোলন কর্মসূচি দিলেও শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির আন্দোলন কিংবা সরকার পতনের ডাক খুব একটা জোরালো হয়ে উঠতে দেখা যায়নি আওয়ামী লীগের সময়ে। এর মধ্যেও দেড় দশকের এই কঠিন পরিস্থিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি কীভাবে সামাল দিয়েছে জানতে চাইলে দলটির সর্বোচ্চ ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সিনিয়র নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলছেন যে, দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। "আসলে শুরু থেকেই দলটির নীতি ও আদর্শ দেশের মানুষ পছন্দ করেছে। খালেদা জিয়া স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে দলটিকে তৃণমূলে নিয়ে গেছেন। তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়েছেন। কখনও কখনও নানা ভুলভ্রান্তি হলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপি জনগণের সাথে ছিল। ফলে কঠিন সময়েও দল আর ভাঙ্গনের মুখে পড়েনি, দলীয় সংহতি অটুট ছিল," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

এর আগে, ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিএনপি বেশ কয়েক দফা ভাঙনের মুখে পড়েছিল। দলের তখনকার বেশ কিছু বড়ো নেতা দল ত্যাগ করেছিলেন। মোশাররফ হোসেন বলছেন, "তখন বিএনপির অনেকেই বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন পেশা থেকে এসেছিলেন। তারা অনেকে চলে গেছেন। কিন্তু গত ১৭ বছরে বিএনপির প্রাণ ছিল বিএনপিতেই ছাত্র ও যুব সংগঠনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। ফলে এবার আর দলীয় ঐক্য নষ্ট হয়নি। তারাই দল ভাঙনের কিছু চেষ্টা ঠেকিয়ে দিয়েছিল। আর এই ঐক্যই দলের বিপর্যয় কাটাতে মূল ভূমিকা রেখেছে।" রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ বলছেন, রাজনৈতিক দলের ঐক্য নির্ভর করে সেই দলের কর্মীরা আদর্শের বিষয়ে কতটা দৃঢ় থাকেন তার ওপর। "বিএনপিতে সেই আদর্শিক সংহতি গড়ে ওঠেছে। ফলে ১৭ বছরে সরকারের প্রচণ্ড দমন নীতি ও বৈরীতার মুখেও তারা লক্ষ্যে অটুট থাকতে পেরেছে। আমার মনে হয়, সরকারের বৈরীতাই বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কঠিন পরিস্থিতিতেও এক থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। তার মতে, বিএনপি কর্মী সমর্থকরাও গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও সার্বভৌমত্বের বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশাটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল। "এটি তাদের সাবধানীও করেছে আবার সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধও করেছে। ফলে সময়টা কঠিন গেলেও শেষ পর্যন্ত দল তা মোকাবিলা করে আবার মানুষের ভোটে ক্ষমতায় এসেছে।" আরেকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমদও বলছেন, যে পরিস্থিতিতে পড়লে একটি দল ভেঙ্গে যেতে পারে, তেমন পরিস্থিতিতেই বিএনপি ছিল গত ১৭ বছর। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে এরশাদ আমলে দল ভাঙলেও এবার ভাঙেনি। "মূল নেতৃত্ব অনুপস্থিত। চেয়ারপার্সন জেলে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্বাসনে। এমন পরিস্থিতি দলটি মোকাবিলা করেছে মূলত দলটির মধ্যপন্থী বৈশিষ্ট্যের কারণে। কারণ আওয়ামী লীগ ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মাঝে মধ্যপন্থি দল হিসেবে বিএনপির একটি চাহিদা ছিল ও আছে। বিএনপি নিজেও সেটি অনুধাবন করতে পেরেছে। সেজন্যই তারা জোরালোভাবেই তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. আহমদ বলেছেন, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপি কয়েকবার যেমন ভেঙেছে, তেমনি এর নেতৃত্বের উত্তরাধিকার নিয়েও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তারেক রহমানের মধ্যদিয়ে দলটি সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে, যা দলটিকে তাদের সংকটকালে ঐক্যবদ্ধ

রেখেছে বলে মনে করেন তিনি। "খালেদা জিয়া এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে দলটাকে সংহত করেছিলেন। ওই আন্দোলনের মাধ্যমে দলের নিজের কর্মী, সমর্থক ও নেতা তৈরি হয়েছিল। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে দল তৈরি হয়েছে, সেটা আর ভাঙেনি খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে। এটাই বড়ো ভূমিকা রেখেছে গত ১৭ বছরেও," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

দলের কর্মী সমর্থকদের অনেকেও মনে করেন, হয়ত ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন বিএনপি ঘটায়নি। কিন্তু ১৭ বছরে যে নির্যাতন-নিপীড়ন তারা সহ্য করেছেন, সেটিই দলকে শক্তিশালী করেছে। ফরিদপুরের একজন বিএনপি সমর্থক মিরাজুল হাসান। স্কুল জীবনে ছাত্রদলের সমর্থক ছিলেন। এরপর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। মাঝে মধ্যে বিএনপির সভা সমাবেশে যান। তার মতে, "গত ১৭ বছরে বিএনপির অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। অভিজ্ঞতা হয়েছে ক্ষমতা হারানোর পর চরম বিপর্যয়ে পড়া এবং তা থেকে উত্তরণের পর আবার ক্ষমতায় আসার। আমি মনে করি, বিএনপি এখন বিএনপি প্রজন্মের দলে পরিণত হয়েছে। দলের সর্বোচ্চ ফোরামে পর্যন্ত উঠে এসেছে ছাত্রদল থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব।" আর ভোলার একজন যুবদল কর্মী আমিনুল ইসলাম বলছেন, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন-নিপীড়নের অভিজ্ঞতা দলটির সারাদেশে নেতাকর্মীদের হয়েছে। "তবে এটি দলের মধ্যে বন্ডিং আরও শক্তিশালী করেছে। আমরা একসাথে জেলে গেছি, একসাথে হামলায় পড়েছি আবার একসাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছি," বলছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

নতুন পে-স্কেল কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, প্রভাব কেমন হবে

বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা দেশটির সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল অনুমোদনের পর এটি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে কিংবা বাড়তি এই বিশাল অংকের অর্থের জোগান কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। একই সাথে পে-স্কেল নিয়ে সরকারি এই ঘোষণার পর দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের প্রভাবের আশঙ্কা করছেন অনেকে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই পে-স্কেল চলতি বছরের পহেলা জুলাই থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পে-স্কেলে সরকার বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করেছে, তবে বেতন বৃদ্ধির কারণে 'কিছুটা মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি আছে'। বিশ্লেষকরা বলছেন, জ্বালানি সংকটে উৎপাদনখাতে স্থবিরতার পাশাপাশি রাজস্ব আহরণে দুর্বলতার কারণে অভ্যন্তরীণ আয় সংগ্রহে দুর্বলতার মধ্যেই সরকার চাকরিজীবীদের সর্বোচ্চ ১৪২ শতাংশ বেতন বাড়িয়ে নবম জাতীয় বেতন কাঠামো অনুমোদন করেছে। "এর ফলে সরকারের ব্যাংক থেকে ঋণ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ার পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করতে হতে পারে। পাশাপাশি চাপের মুখে পড়বে বেসরকারি খাতের মানুষ," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি অবশ্য বলেছেন, প্রতি পাঁচ বছরে পে-স্কেল হওয়ার কথা কিন্তু গত ১২ বছরে তা হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করে যতটা ব্যালেন্সড করা যায়, এই বেতন কাঠামোতে তাই করা হয়েছে।

কত অর্থ লাগবে, কোথা থেকে আসবে

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ লাখ সরকারি চাকরিজীবী এবং প্রায় নয় লাখ পেনশনভোগী রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের বাজেটে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ৮৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। পেনশন ও গ্র্যাচুইটিসহ এ ব্যয় ১ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গত জুনে জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় পহেলা জুলাই থেকেই ধাপে ধাপে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওদিকে বেতন কমিশনের সুপারিশ ও সরকারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নবম পে-স্কেল বা নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে সরকারের অতিরিক্ত বার্ষিক ব্যয় হবে আনুমানিক ১ লাখ ৫ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৪ হাজার কোটি টাকা চলতি অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা করেছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস অর্থ রাজস্ব আয় বাড়িয়ে কীভাবে এই অর্থের সংস্থান করা যায়, সেই চেষ্টাও চলছে বলে কর্মকর্তারা ধারণা দিয়েছেন। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি, বাজেটের ওপর চাপ কমানো, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ সামলিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য আনতে সরকার এই নবম পে-স্কেল দুই বছরে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। তিনি বলেছেন, "সব টাকা একসাথে দিতে পারবো না। আগামী দুই অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৬ সালের পহেলা জুলাই ২০২৭-এর মধ্যে মূল বেতন তিন ধাপে দেওয়া হবে। ২০২৮ থেকে ভাতা যোগ হবে। ২৪ লাখ সামরিক ও বেসামরিক ও সোয়া ৯ লাখ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপকার পাবেন।" এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছেন, "অনেক বেশি টাকা যে মানুষের হাতে পৌঁছে যাবে, এই যে একটা আশঙ্কা করছে- সরকার এত ব্যয় কোত্থেকে নির্বাহ করবে। ব্যয় বাড়বে, সে ব্যয়ের জন্য সরকারের বাজেট আছে।" অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলছেন, সরকার আগামী এক বছরে পে-স্কেল যেভাবে বাস্তবায়নের কথা

বলেছে, সেটি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে ব্যাংক থেকে আরও বেশি ঋণ নিতে হতে পারে এবং একই সাথে এমনিতেই সংকটের কারণে কম আসা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আরও কাটছাঁট করতে হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব

বাংলাদেশে সর্বশেষ সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। অর্থাৎ একই কাঠামোতে ১১ বছর ধরে সরকারি চাকরিজীবীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। অষ্টম বেতন কমিশনের প্রায় একযুগ পর ২০২৫ সালের ২৭ জুলাই অন্তর্বর্তী সরকার ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নবম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে। পরে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার ওই কমিশনের সুপারিশমালা পর্যালোচনার জন্য আরেকটি কমিটি করে। তখন বলা হয়েছিল, পে-স্কেলের জন্য বাড়তি অর্থের জোগান বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ আয় অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের চিত্র ভালো নয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, পে-স্কেল বাস্তবায়নে অর্থের সংস্থানের পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির প্রভাবে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সরকার যথাযথ ভূমিকা না নিলে বেসরকারি খাত চাপের মুখে পড়বে। "উপরের গ্রেডে যে হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সরকারের ওপর চাপ তৈরি করবে। তবে নতুন পে-স্কেল নীচের গ্রেডের লোকজনকে স্বস্তি দিবে, যার প্রয়োজন ছিল। তবে এক বছরের মধ্যে পে-স্কেলের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে। এজন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এডিপি কাটছাঁটের ফলে সরকারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে আসবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সেন্টার পর পলিসি ডায়লগের গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের উচিত, এর সাথে মিলিয়ে অতিরিক্ত জনবল ও প্রতিষ্ঠান কমিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। "খালি পদ কমানো ছাড়াও ব্যয় কমানোর জন্য বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় পদ ও বিভাগ অবলোপন এবং ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। আবার বেসরকারি খাতের ওপর যে চাপ পড়বে, সেজন্যও সরকারকে প্রস্তুতি নিতে হবে," তিনি বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক সায়মা হক বিদিশা বলছেন, জ্বালানির দাম ব্যাপক বেড়ে যাওয়া ও বেসরকারি বিনিয়োগে ধীরগতির কারণে বাংলাদেশ উৎপাদন খরচজনিত মূল্যস্ফীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। "এর সাথে বেতন স্কেলের একেবারে সরাসরি সম্পর্ক নেই। আবার রাজস্ব আহরণ কম হচ্ছে। কিন্তু বেতন ভাতা তো দিতে হবে। এছাড়া বাজারে পণ্য সরবরাহে কৃত্রিম সংকট কিংবা অর্থায়নের জন্য ব্যাংকিং খাত থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাপ তৈরি করবে, যা মূল্যস্ফীতি তৈরি করতে পারে," বলছিলেন তিনি। তার মতে, পে-স্কেলের কারণে বেসরকারি খাতের ওপর চাপ পড়বে এবং এই খাতে হতাশা তৈরি হবে। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ও সেবা খাতে চাপ পড়বে। সে কারণে সরকারকে বেসরকারি খাতেও সামঞ্জস্য আনতে হবে, বিশেষ করে উৎপাদন খরচ কমানো ও ব্যবসা সহজ করতে সহায়তা দিতে হবে, যাতে তাদের উৎপাদন খরচ কমে আসে। এজন্য ইনসেন্টিভ দেওয়া যেতে পারে, যাতে ধাপে ধাপে যাতে ব্যক্তিখাত বেতন বাড়াতে পারে। "দাম বাড়ার কথা বলে মজুতদারি হবে। এগুলো যাতে না হতে পারে, সেটি দেখতে হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে ব্যক্তিখাতকে স্বস্তি দিতে হবে। তারা যাতে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা এডজাস্ট করতে পারে। সরকারকেও তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, বেতন বাড়ানো সবার জন্য যৌক্তিক," বলেছেন সায়মা হক বিদিশা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সময় মিললে দিল্লি সফর করবেন তারেক রহমান : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, "অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী ভারত যাবেন। ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে পুনরায় আলোচনা চলছে। তারিখ নির্ধারিত হয়নি।" মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের একটি ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আলাপ-আলোচনার সময় ধরেন একটা ডেট সেট করবো। ৫ আগস্টের দিল্লির ঘটনা বাংলাদেশের মানুষকে হার্ট করছে। আমরা সেই বিষয়টি রেইস করেছি। আলাপ-আলোচনা চলতেছে। যখন টাইমিং হবে, তখন প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করবে। আমরা এখনো কোনো ডেট সেট করি নাই।" যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উড়োজাহাজ ক্রয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মি. কবির বলেন, "কোনো ধরনের চাপের কারণে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কিনছে না। বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করেই এসব উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক অতীতে আটকে থাকার সুযোগ নেই : দীনেশ ত্রিবেদী

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতে আটকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। দুইদেশের মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকবে, সেসব চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মঈন খান এবং প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিংয়ে তিনি এই কথা বলেন। দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মি. ত্রিবেদী বলেন, "জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক আমরা সব সময় চাই। আমরা যা সিদ্ধান্ত নিই, তার প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে। সাধারণ মানুষের যেন ভালো হয়, সেজন্য আমাদের দায়িত্ব আছে।" তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ও ভারতের সামনে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের দেখতে হবে,

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ কী? বাংলাদেশেরও দেখতে হবে, ভারতের কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সাগরে লঘুচাপ, চারটি সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি লঘুচাপের কারণে বাংলাদেশের চারটি সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। মঙ্গলবার বিকেলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক বুলেটিনে এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে সমুদ্র বন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। যে কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এর ফল উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামের উপসর্গ নিয়ে নিয়ে একদিনে আরো ছয় জনের মৃত্যু

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায়ও হামের উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে এক হাজার ১৫৯ জনের শরীরে। আর নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২ জন। মঙ্গলবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮৮০ শিশুর। আর নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৯৯ শিশুর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে এক লাখ ৩৯ হাজার ৫১৯ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসা শেষে তাদের মধ্যে এক লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৮ শিশু সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সুযোগ দেওয়াসহ ইসিতে জামায়াতের নয়টি দাবি

বাংলাদেশের আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু, ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে নয় দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে দলটির নির্বাচন পরিচালনা-সংক্রান্ত প্রতিনিধিদল এসব দাবি তুলে ধরে। বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, "স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছে। এসব বিষয়ে কমিশনের কাছে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।" জামায়াতের দাবিগুলো হচ্ছে- স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের প্রার্থিতার সুযোগ, কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের পদধারীদের নির্বাচনে অযোগ্য করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রশাসক নিয়োগে আপত্তি, স্থানীয় নির্বাচনের প্রচারণায় এমপি মন্ত্রীদের সুযোগ না রাখা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে ইসির অতিরিক্ত সচিব শামসুল আলমকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে এই বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে

বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছেই। চলতি বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অন্তত ১০২ জন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে পাঁচজন। এই সময়ে আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ৩২৪ জন ডেঙ্গু রোগী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নতুন রোগীদের নিয়ে চলতি বছরে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ১৭০ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় দুজন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজন করে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে তিনজন নারী ও দুজন পুরুষ। এর আগে, গত সোমবার এক হাজার ১৬৩ জন, রোববার এক হাজার ৯৭ জন ও শনিবার ৯৯৬ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তেরর বুলেটিনে জানানো হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ প্রণোদনার ঘোষণা সরকারের

টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাটারিসহ ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনে একটি বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বর্তমান বাজারদর এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত বিভিন্ন দরপত্রের মূল্য বিবেচনায় ব্যাটারিসহ ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ আট টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ প্রণোদনার অংশ হিসেবে এই উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ২০ শতাংশ মুনাফা ও ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম যুক্ত করে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ১০ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কোনো গ্রাহক নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে কম খরচে এ ধরনের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হলে সাশ্রয়কৃত অর্থ তার লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, যেসব গ্রাহক আগামী বছর ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করে নিজস্ব ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করবেন, তারা পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ২০৩০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ১০ টাকা ৫০ পয়সা হারে মূল্য পাবেন। এছাড়াও প্রণোদনার অর্থ গ্রাহকদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসেবে পাঠানো হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সৌরভিত্তিক সিস্টেম স্থাপনে ব্যবহৃত সোলার প্যানেল, ব্যাটারি, ইনভার্টার, মিটারসহ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিএসটিআই ও টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) নির্ধারিত কারিগরি মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার থেকে এ সংক্রান্ত নীতিগত সহায়তা দেওয়া হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, কিছু মরদেহ ভেসে গেছে ভারতে

নেপালে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। তারা আরো জানিয়েছে, নদীতে ভেসে যাওয়া কিছু মরদেহ ভারতের ভূখণ্ডেও পাওয়া গেছে। ভোটেকোশি ও ত্রিশূলি নদীর বন্যায় নিহতদের মরদেহ এখনো উদ্ধার করা হচ্ছে। নেপাল পুলিশ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, আজ সকাল ১১টা পর্যন্ত এক হাজার ১০ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের খোঁজে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাসুয়া থেকে নওয়ালপরাসি পশ্চিম পর্যন্ত আটটি জেলায় মরদেহ পাওয়া গেছে। নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া সবচেয়ে বেশি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে চিতওয়ান জেলায়, ৩২০টি। পুলিশ জানিয়েছে, নারায়ণী নদীতে ভেসে যাওয়া কিছু মরদেহ ভারতের ভূখণ্ডেও পাওয়া গেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

টেকসই নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য : পেজেশকিয়ান

সংঘাতের মাধ্যমে নয় বরং পারস্পরিক আস্থা, দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সরকারগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব- এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা একযোগে জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইরানি ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, মঙ্গলবার সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৬তম শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং স্থিতিশীলতা সুসংহত করতে ও একটি অভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার দুই দশকেরও বেশি সময়ের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট টেকসই নিরাপত্তা অর্জনের জন্য আস্থা অর্জন, দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সরকারগুলোর মধ্যে সহযোগিতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা, মাদক পাচার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ ও সাইবার অপরাধ, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছাচারী নীতি এবং সামরিক শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো হুমকির কথা উল্লেখ করে পেজেশকিয়ান আঞ্চলিক দেশ এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য উদ্বেগের বিভিন্ন কারণগুলো তুলে ধরেন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আক্রমণের কথাও উল্লেখ করেন এবং এই কর্মকাণ্ডগুলোকে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে বর্ণনা করেন। যুদ্ধের গতিপথ এবং পরবর্তী ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর বিষয়ে ইরানের অবস্থানের ওপর জোর দেন। তাঁর ভাষণের অন্য অংশে পেজেশকিয়ান নিরাপত্তা ও উন্নয়নকে দুটি পরস্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার জন্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উভয় দিকেই যুগপৎ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে আন্তঃসংস্থা বাণিজ্যের উন্নয়ন, শুল্ক কার্যক্রমের সহজীকরণ, পরিবহন করিডোরের উন্নয়ন, বন্দর ও লজিস্টিক কেন্দ্রগুলোর সংযোগ স্থাপন, ট্রানজিট সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণের কথা উল্লেখ করেন। পেজেশকিয়ান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিনটি উদ্যোগের প্রস্তাব দেন, যার মধ্যে রয়েছে আর্থিক ও ব্যাংকিং সহযোগিতা গভীরতর করা এবং "সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা, একটি রপ্তানি বীমা ও বিনিয়োগ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং একটি "সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা জ্বালানি কনসোর্টিয়াম"

গঠন। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে, তিনি উদীয়মান হুমকি শনাক্ত করতে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করার জন্য এই সংস্থার একটি কৌশলগত নিরাপত্তা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দেন।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০১.০৯.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

উত্তেজনা বৃদ্ধির পর ইরানের উপর কঠোর আঘাত হানতে ট্রাম্পের অঙ্গীকার

এক মাসেরও বেশি সময় পর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে পা ল্টাপাল্টি হামলার পর উত্তেজনা বাড়ছে এবং এই লড়াই আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দে খা দিয়েছে। সোমবার ফক্স নিউজ জানিয়েছে যে , মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি টেলিফোন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলার 'জবাব দেওয়া হবে'। ট্রাম্প 'ইরানের উপর কঠোর আঘাত হানার ' অঙ্গীকার করেছেন। একই সময়ে , ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ইরানিরা বৈঠক করতে চান, তবে ইরানের সাথে কোনো চুক্তির ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। ইরানের গণমাধ্যম ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসি -এর বরাত দিয়ে জানিয়েছে , হরমুজ প্রণালিতে একটি 'বিপথগামী সুপারট্যাংকার' নৌ-মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে, মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড আইআরজিসি র এই দাবি অস্বীকার করে বলেছে , কোনো জাহাজ মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ইরানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাশভিলে যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত জি -২০ অর্থায়ন সম্মেলনকালীন সাংবাদিকদের বলেন , "তারা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে। গত ১০ দিনে ইরানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা বলেছে , তা যদি আপনি দেখেন , তবে দেখবেন যে , তারা তাদের অর্থনীতির অবস্থা দেখে হতবাক।" বেসেন্ট বলেছেন, ইরানের নেতারা "অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ছেন" বলেই "আক্রমণাত্মকভাবে আঘাত করছেন"। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইরানের অর্থনীতিকে ভেঙে পড়তে হবে না এবং শাসকগোষ্ঠীকে কেবল "সঠিক পথে ফিরতে হবে "। কিরগিজস্তানে একটি আঞ্চলিক শীর্ষসম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে যে , পেজেশকিয়ান একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত, তবে শর্ত হলো ওয়াশিংটনকেও তাদের নিজের প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করতে হবে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে ৫০ লাখ মানুষের জরুরি কৃষি সহায়তা প্রয়োজন : এফএও

বন্যা, জলাবদ্ধতা, কৃষি উপকরণের সংকট আর খাদ্যের বাড়তি দামের চাপে বাংলাদেশের প্রায় ১০ লাখ কৃষিনির্ভর পরিবারের প্রায় ৫০ লাখ মানুষ সংকটে। তাদের জন্য আগামী নভেম্বর পর্যন্ত জরুরি কৃষি সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র 'জরুরি কৃষি সহায়তা পর্যবেক্ষণ'-এর ১৪তম ধাপে প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে ডয় চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার -এর সুকান্ত মজুমদারের করা এক প্রতিবেদনে এফএও -কে উদ্ধৃত করে বলা হয় , গত ২০১৫ সালের নভেম্বরের তুলনায় জরুরি সহায়তা প্রয়োজন এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ বেড়েছে। পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহে এফএও এক মাস ধরে দেশের ৬৪ জেলার ৬ হাজার ১৪৩টি পরিবারের কাছ থেকে টেলিফোনে তথ্য নেয়। ২৫ আগস্ট প্রকাশিত এফএও'র প্রতিবেদনে সহায়তার প্রাক্কলন দুইভাবে করা হয়েছে - পরিবারের সংখ্যার বিচারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শতাংশের বিচারে। ফলে কোন এলাকায় পরিস্থিতি বেশি খারাপ , তা দুই হিসাবের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন দেখা গেছে। মোট কয়টি পরিবার সহায়তা চায়, সেই হিসাবে দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে রংপুর , ঢাকা ও রাজশাহী। এসব বিভাগে কৃষকের সংখ্যা বেশি। তাই মোট কৃষিনির্ভর পরিবারের তুলনায় সহায়তা প্রয়োজন- এমন পরিবারের হার কম হলেও সংখ্যার হিসাবে তা বেশি হয়।

সবচেয়ে বেশি সংকটে রংপুর বিভাগ

তবে মোট কৃষি পরিবারের কত শতাংশ সহায়তার প্রয়োজন, সেই হিসাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। এই বিভাগগুলো তুলনামূলক ছোটো হলেও সেখানে কৃষি পরিবারের বড়ো একটি অংশ এখন সহায়তার প্রয়োজন বোধ করছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উভয় বিচারে রংপুর বিভাগই সবচেয়ে সংকটাপন্ন অঞ্চলের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নদী অববাহিকা, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি সবচেয়ে সংকটপূর্ণ। বর্ষা বাড়ার সঙ্গে এসব এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধ তার সমস্যাও তীব্র হয়েছে। জরুরি সহায়তা প্রয়োজন- এমন পরিবারগুলোর বড়ো অংশই দরিদ্র ও ছোটো কৃষক পরিবার। এফএও'র তথ্য অনুযায়ী, এসব পরিবারের ৫৭ শতাংশ এক হেক্টরের কম জমিতে চাষ করে। আর ৬০ শতাংশ পরিবার সবচেয়ে কম সম্পদশালী শ্রেণির। এসব পরিবারের অনেকে দিনমজুর হিসেবে কৃ ষিকাজ করেন। কেউ কৃষির বাইরে দিনমজুরি করেন। আবার কেউ অল্প পুঁজি নিয়ে ছোটোখাটো কাজ করেন। তাই কৃষিতে নতুন করে বিনিয়োগ করার মতো অর্থ তাদের হাতে কম। কোনো বিপদ এলে তা সামাল দেওয়ার সামর্থ্যও সীমিত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , জরুরি সহায়তা প্রয়োজন - এমন

প্রায় ৮৪ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনো অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। আর ১৬ শতাংশ পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে পড়েছে। আগের প্রতিবেদনের তুলনায় এই হার বেড়েছে ৬ শতাংশীয় পয়েন্ট।

বাকিতে খাবার কেনা

আর্থিক সংকটের চিত্রও বেশ স্পষ্ট। ৬৭ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে, তারা বাকিতে খাবার কিনছে। ৬৬ শতাংশ পরিবার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় কমিয়েছে। আর ৩০ শতাংশ পরিবার কৃষির উপকরণ কেনার খরচ কমিয়েছে। ফসল উৎপাদনকারীরা বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহে সমস্যায় পড়ছেন। ফসলেও বাড়ছে রোগবালাই। বিক্রি করতেও সমস্যায় পড়ছেন কৃষকেরা। গত নভেম্বরে প্রকাশিত এফএও'র আগের প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ফসলে রোগের কথা বলা পরিবারের হার বেড়েছে ৩০ শতাংশীয় পয়েন্ট। সার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা বলা পরিবারের হার বেড়েছে ১৭ শতাংশীয় পয়েন্ট। ফসল বিক্রির সমস্যাও প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। আগের প্রতিবেদনে ৯ শতাংশ কৃষক ফসল বিক্রি করতে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। এবার সেই হার বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ। এর প্রধান কারণ কম দাম। জরুরি সহায়তার ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণই এখন সবচেয়ে বড়ো চাহিদা। সহায়তা প্রয়োজন এমন ৭২ শতাংশ পরিবার কৃষি উপকরণ চেয়েছে। তবে নগদ অর্থের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এফএও'র মতে, বর্ষার বন্যা, খাদ্যের উচ্চমূল্য এবং পরিবারের আয় কমে যাওয়ার সম্মিলিত প্রভাবেই নগদ অর্থের চাহিদা বেড়েছে।

অগ্রাধিকারে গবাদি পশুর খাবার ও চিকিৎসা

এছাড়া ৫১ শতাংশ পরিবার গবাদিপশুর খাবার এবং ৩৩ শতাংশ পরিবার পশুর চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এফএও বলেছে, আমন চাষের আগে কৃষকদের জন্য সময়মতো একটি সমন্বিত সহায়তা প্যাকেজ দেওয়া দরকার। এতে কৃষি উপকরণ, নগদ অর্থ, গবাদিপশুর চিকিৎসা এবং পানি ব্যবস্থাপনার সহায়তা থাকতে হবে। এদিকে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব বলছে, গত ৭ থেকে ১৯ জুলাইয়ের ভারী বৃষ্টিতে দেশের ৪৩ জেলার ২ লাখ ৪৩ হাজারের বেশি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ২৪ হাজার ১৩৮ হেক্টর জমির ১ লাখ ৩৪ হাজার টনের বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে। এসব ফসলের মূল্য প্রায় ৪৭৮ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ মোট চাষের জমির প্রায় ৩ শতাংশ। দেশে মোট ৮ লাখ ১৭ হাজার হেক্টরের বেশি জমিতে চাষাবাদ হয়।

বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী যা বললেন

এফএও'র প্রতিবেদনের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা এবং দেশের কৃষিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলানোর উপযোগী করতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত বীজতলা ও ফসলের জন্য সরকার বীজ, চারা ও ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে। এছাড়া বীজ উৎপাদনের জন্য বিকল্প জমির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, হাওর এলাকার কৃষকদের আগাম বন্যায় ক্ষতি কমাতে নতুন একটি ধানের জাত ব্রি ধান ১১৮ চালু করা হয়েছে। এই জাতের ধান প্রচলিত জাতের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ দিন আগে কাটা যায়। ফলে আগাম বন্যার আগেই কৃষকেরা ধান ঘরে তুলতে পারবেন। সরকার গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও কাঁচা মরিচের উৎপাদন বাড়ানোরও উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য প্রণোদনা দেওয়া এবং এসব ফসলের চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া এসব ও অন্যান্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত ও রপ্তানির সুযোগ তৈরিতে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কাজ করছে সরকার। কৃষিমন্ত্রী বলেন, এসব উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষকের ক্ষতি কমানো, তাদের আয় বাড়ানো এবং কৃষিপণ্যের বাজারকে আরও শক্তিশালী করা। এফএও'র প্রতিবেদনকে শুধু মানবিক সংকটের চিত্র হিসেবে দেখছেন না সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা ফেলো আবু সালেহ মো. শামীম আলম শিবলী। তিনি বলেন, এই প্রতিবেদন একই সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কৃষিতে সরকারের ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না। তিনি বলেন, যে-সব কৃষকের নিজের জমি নেই বা আর্থিক সঞ্চয় নেই, তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি সহায়তা পৌঁছে দিতে হবে। সরকারকেই তা নিশ্চিত করতে হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রনি)

যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যুদ্ধবিরতিতে ফিরতে প্রস্তুত ইরান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তাবলীতে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়া সেই চুক্তিতে ফেরার ইঙ্গিতবাহী যে-কোনো পদক্ষেপ নিলে ইরানও তাতে অনুরূপ সাড়া দেবে। কিরগিজস্তানের বিশকেক-এ অনুষ্ঠানরত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনের মূল আয়োজনের বাইরে এ প্রসঙ্গে মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, "স্পষ্টভাবে বলছি, যুক্তরাষ্ট্র যদি সমঝোতা স্মারকের আওতায় তাদের প্রতিশ্রুতিতে ফেরে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান অবিলম্বে পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।" এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্তে উল্লেখ করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগও তোলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। দুইপক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলায় গত জুনে চুক্তিটি ভেস্তে যায়। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে 'ধারাবাহিক আগ্রাসন'-এর অভিযোগ তুলে ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। পানামার পতাকাবাহী একটি ট্যাঙ্কারে ইরানের ড্রোন হামলার পর শুরু হয়েছিল সেই হামলা। তেহরান আগে থেকেই বলে আসছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধ চলাচলের অনুমতি তারা দেবে, তবে সব জাহাজকে ইরানের শর্ত মেনে চলতে হতে হবে। রোববার হরমুজ প্রণালির লারাক দ্বীপে মাইন-স্থাপনের কাজে নিয়োজিত ইরানের বাহিনীর ওপর হামলা

চালায় যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইরান। গতকাল সোমবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "ইরানের হামলার 'জবাব' দেওয়া হবে। তবে তিনি এ -ও বলেন, সাম্প্রতিক হামলার অর্থ পুরোপুরি যুদ্ধে ফিরে যাওয়া নয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রনি)

ভারতকে পানি চুক্তি মেনে চলার আদেশ আদালতের, ভারতের প্রত্যাখ্যান

সিন্ধু ও অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে নিজেদের 'দায়িত্ব পালন' করতে বলেছে পার্মানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (পিসিএ)। গতকাল সোমবার ভারতকে নেদারল্যান্ডসের হেগভিত্তিক-এ ট্রাইব্যুনাল 'এমন দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চালানোয় নিষেধাজ্ঞা'ও দিয়েছে, যেগুলো ১৯৬০ সালে স্বাক্ষর করা সিন্ধু পানি চুক্তির লঙ্ঘন ঘটাতে পারে। সেই চুক্তিতে এমন ছয়টি নদীর পানি ব্যবহারের বিষয় নিয়ন্ত্রণের কথা রয়েছে, যেগুলোর উৎস ভারতে, তবে সিন্ধু অববাহিকার অংশ বলে সেগুলো পাকিস্তানেও প্রবাহিত হয়। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত এই চুক্তি স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলায় পাকিস্তানের মদদ রয়েছে- এমন অভিযোগে সেই পদক্ষেপ নেয় তারা। পাকিস্তানের দাবি , সেই হামলায় তাদের যে -কোনোভাবে সম্পৃক্ততার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ভারত এবং পাকিস্তান যা বলেছে

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে স্বাগ ত জানিয়েছে পাকিস্তান। সেইসঙ্গে আদালত যে অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপগুলো নিয়েছে , সেগুলোকেও স্বাগত জানিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপের আওতায় ভারতকে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখতে এবং আগামী বছর বিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত নির্মা ণকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করতে বলেছেন আদালত। পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ বলেন, এই সিদ্ধান্ত "পাকিস্তানের ধারাবাহিক অবস্থানকেই সঠিক প্রমাণ করে , যেখানে বলা হয়েছে, একটি বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কখনই একতরফাভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যায় না। " তিনি আরো বলেন, চুক্তির আওতায় নিজেদের অধিকার রক্ষায় তার দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে পার্মানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন -এর রায় প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে ব লেছে, "ঠিক যেভাবে অবৈধভাবে গঠিত সংস্থার আগের সব ঘোষণা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল , সেভাবেই ভারত এই তথাকথিত রায় বা সিদ্ধান্তকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।" বিবৃতিতে আরো বলা হয়, "সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত রাখার বিষয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে। " (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দলটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে তাদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা পৃথকভাবে শ্রদ্ধা জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সবাইকে নিয়ে ফাতেহা পাঠ করেন। এ সময় শহিদ জিয়া ও খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, স্থায়ী কমিটির সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে , সকাল থেকেই রাজধানীর শের -ই-বাংলা নগরে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিস্থলের আশপাশে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলে র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর একে একে বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

জিয়া উদ্যানে মৎস্য অবমুক্ত করলেন তারেক রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজধানীর জিয়া উদ্যানের লেকে মৎস্য অবমুক্ত করেছেন দলটির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ , দোয়া ও মোনাজাত শেষে জিয়া উদ্যানের লেকে মৎস্য অবমুক্ত করেন তিনি। এর আগে , সমাধির পশ্চিম পাশে বৃক্ষরোপণ করেন তারেক রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও এমপি গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান , স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি সেলিমা রহমান , সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

গণতন্ত্রের মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

গণতন্ত্রের মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , দীর্ঘ সংগ্রামের পর দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম ও হত্যার শিকার হয়েছেন এবং প্রায় ৪০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) সেক্রেটারি আন্দা ফিলিপ। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন এ তথ্য জানান। এ সময় তাদের মধ্যে গণতন্ত্র , সংসদীয় কার্যক্রম ও দেশের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন আন্দা ফিলিপ। তিনি বলেন , প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তার দৃঢ় অঙ্গীকারের শক্তিশালী বার্তা বহন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গণতন্ত্রের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করেছি। অবশেষে গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্যদিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা সুগম করতে পেরেছি। ' তারেক রহমান বলেন , বিএনপি শুধু বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেনি , সংসদীয় গণতন্ত্রও এ দলের হাত ধরে এসেছে। সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও সরকার গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতন্ত্র নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। একটি কার্যকর ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমাদের সরকার প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং জনগণের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এদিকে, আইপিইউ সেক্রেটারি আন্দা ফিলিপ জানান, তিনি বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার পড়েছেন। ইশতেহারে শিক্ষাখাতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচির প্রশংসা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না: দীনেশ ত্রিবেদী

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ও নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার দেশের মানুষের জন্য কী ভালো, তা সবচেয়ে ভালো বোঝে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপড়েন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন , 'দেখুন, আমি একজন রাষ্ট্রদূত। আর যা ইন্টারনাল পলিটিক্স (অভ্যন্তরীণ রাজনীতি) হয়, ওতে আমরা কিছু বলতে চাই না, আর আমাদের কোনো কথা বলা উচিতও না। কেন , কী, যা- দেশের মানুষ ভালো বুঝবে , যা দেশের ইলেক্টেড গভর্মেন্ট উইথ মেজরিটি , যা ওরা ভা লো বুঝবে যে , লোকেদের জন্য কী ভালো, ওইটাই সত্যি কথা।' ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে তার অবস্থান ও দুই দেশের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত জানতে চাইলে তিনি বলেন , 'প্রতিনিধি তো আমরা একই চাই , যে পিপল-টু-পিপল রিলেশনশিপ, ওইটা সব সময়... আমি না থাকলে অন্য কেউ আমার জা য়গায় থাকলে একই জিনিস। আপনারও যা প্রতিনিধি ওখানে দিল্লিতে আছে, উনিও একটাই কথা চায় যে, পিপল-টু-পিপল কীভাবে আমরা...' তিনি বলেন, 'কেন কি আলটিমেটলি কী হয়? আমরা যা ডিসিশন নিই , ওর ইফেক্ট তো হয় সাধারণ মানুষের। তাহলে সাধারণ মানুষের যা কিছু ভালো হয় , ওইটা আমাদের দায়িত্ব আছে। ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি। যে আমরা যা ডিসিশন নিই ... আর আমরা তো সব সময় বলি যে, আমরা তো একটা ড্রিম শেয়ার করি , স্বপ্ন শেয়ার করি।' দুই দেশের অভিন্ন সীমান্ত ও প্রতিবেশী সম্পর্কের কারণে দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় উল্লেখ করে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন , 'বর্ডার তো শে য়ার করিই, তার জন্য আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়। অ্যাজ এ নেইবার , আর আমার দায়িত্ব বেড়ে যায়। আর এই নেইবারে আমি সব সময় বলি , উই আর ইকুয়াল। নো বডি ইজ বিগ, নো বডি ইজ স্মল।' বাংলাদেশে এসে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার কথাও জানান তিনি। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'আমি অনেক কিছু এখানটায় এসে শিখছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের... আমি ছিলাম অল্প, ৩০ মিনিট বোধহয়। এই ৩০ মিনিটে তো আমি অনেক শিখেছি। কেন কি উনার যা এক্সপেরিয়েন্স আছে, আর কেন? মানুষের জন্য, ঠিক তো? তাহলে এর কোনো শেষ নেই।' বাংলাদেশ ও ভারতের নিজ নিজ চ্যালেঞ্জকে পরস্পরের উপলব্ধি করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন , 'আর চ্যালেঞ্জেস থাকবে। আমাদের এপ্রিশিয়েট করতে হবে যে , বাংলাদেশের কী ডেমোক্রেটিক চ্যালেঞ্জেস। বাংলাদেশকেও এপ্রিশিয়েট করতে হবে যে , ইন্ডিয়ার কী চ্যালেঞ্জেস। ওই চ্যালেঞ্জে সটা আমাদের মাথায় রেখে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।' অতীতে আটকে না থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'কেন, কী, যদি- আমরা পাস্টে যদি আমরা আটকে যাই ... পাস্ট আমরা ভুলতে পারি না , কিন্তু আটকে যাওয়ার তো কোনো জায়গা নেই। আটকে গেলে উন্নয়নের কাজ হবে না।' দুই দেশের মানুষের স্বার্থে বাণিজ্য ও মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন , 'আর এটাও আজকে কথা হলো যে , মানুষ-মানুষের জন্য ট্রেড, ফ্রি ট্রেড। কীভাবে আমরা দুই দেশে ফ্রি ট্রেড করতে পারি ? ডিপেন্ডেন্সি কিংবা ইন্টারডিপেন্ডেন্সি ফ্রি ট্রেড... উনি বললেন না, এটা ফ্রি ট্রেড। তাহলে এই নিয়েও কথা হয়েছে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

হত্যাকাণ্ড বেড়েছে, স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের তুলনায় দেশে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বা হত্যাকাণ্ডের মামলার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তবে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অন্যান্য অপরাধের মামলা কমেছে বলে জানান তিনি। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন অপরাধের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, আমি বলছি না অপরাধ হচ্ছে না, অপরাধ হচ্ছে। সেগুলো আপনারা আনছেন, এটাও লজিক্যাল, এটাই আনতে হবে। একটা অপরাধও যেন না ঘটে সরকার বা ঘটলে সেটা দায় সরকারের মানতে আমি একেবারেই দ্বিধা করছি না। কিন্তু আমরা সব কোন জায়গায় আছি, কতটুকু আছি, সেটা আমাদের একটু বোঝা দরকার। তিনি বলেন, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র ছয় মাসের মতো সময় গেছে। ধীরে ধীরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যাগুলোর সমাধান হবে বলে তারা আশা করছেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নে পুলিশের অতীত ভূমিকা ও বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন বলে জানান তিনি। ডা. জাহেদ বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশ বাহিনীর একটি বড়ো অংশের মনোবল ভেঙে গেছে। সেই 'ধ্বংসপ্রাপ্ত পুলিশ বাহিনীকে' নিয়েই সরকার কাজ করছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরতে সময় লাগবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জাহেদ উর রহমান বলেন, বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি আসলে খুব খারাপ?' এ ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কে একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সরকারকে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও মনোবল হারানো একটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের ১৫ বছর এবং ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলনের সময় পুলিশের একটি অংশ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে বাহিনীটির ওপর মানুষের আস্থা ও পুলিশের নিজেদের আত্মবিশ্বাস দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পুলিশকে নিয়ে আমরা কাজ করছি আসলে। পুলিশের সদস্যদের সঙ্গে কথা বললে তারা নিজেরাও স্বীকার করেন যে, পুলিশের সেই আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে সময় লাগবে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশের নিহত সদস্য এবং তাদের বিষয়ে দেওয়া ইনডেমনিটির প্রভাব নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, পুলিশের মনোবল ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণ ইনডেমনিটি নয়, বরং অতীতে পুলিশের একটি অংশকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিই বড়ো কারণ। তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারী বেআইনি কাজ করতে বাধ্য নন। ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা বেআইনি নির্দেশ দিলেও, সেই নির্দেশ পালন করে অপরাধ করলে শুধু 'আদেশ পালন করেছি' এটি দায়মুক্তির কারণ হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, পুলিশের মনোবল ভাঙার প্রধান কারণ হচ্ছে, হোয়াট দে ডিড। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, ৫ আগস্টের পর মানুষ ঝুঁকি জেনেও বিভিন্ন থানায় ঘেরাও করতে গিয়েছিল। কিছু ঘটনায় পুলিশের গুলিতে সাধারণ মানুষ হতাহত হন। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশের ওপর মানুষের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তার পেছনে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। তিনি বলেন, ১৫ বছরে পুলিশকে দিয়ে বিএনপি, কখনও কখনও জামায়াত বা অন্য যে-কোনো বিরোধী পক্ষকে নিয়ে টর্চার করানো হয়নি? মামলা দেওয়া হয়নি? গায়েবি মামলা বলে এক বস্তু হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে বর্তমানে তাদের আইনগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, আমাদের এখন এই প্রবণতা যেন না থাকে যে, পুলিশ বাহিনী আগে কী করেছিল, সেটার জন্য আমরা এখন পুলিশ বাহিনীর অথরিটি মানব না। পুলিশ বাহিনী ল-ফুল কোনো কাজ যদি করে, সেই কাজটা তাকে করতে দিতে হবে। নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পুলিশের কোনো সদস্য আইনসম্মত দায়িত্ব পালন করলে তাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। পুলিশকে সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, পুলিশ বাহিনীর সাপোর্ট ছাড়া হবে না। একইসঙ্গে তিনি পুলিশ সদস্যদের দেশের মানুষেরই সন্তান, ভাই ও স্বজন হিসেবে বিবেচনা করে তাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

লোডশেডিং কমবে 'খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে' : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

দেশে চলমান লোডশেডিং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ খানিকটা কমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেছেন, বিদ্যুৎ সংকটের কারণে যে লোডশেডিং হচ্ছে, তার বোঝা এবার শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সুষমভাবে ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। জাহেদ উর রহমান বলেন, লোডশেডিং নিয়ে একটা বিস্তারিত ডেটা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। লোডশেডিং নিয়ে এটুকু বলি, জ্বালানি নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। আশা করছি, যে পরিমাণ লোডশেডিং আছে, সেটা বেশ খানিকটা কমে আসবে উইদিন আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড। তিনি বলেন, ঢাকায় বসবাসকারীরা সাম্প্রতিক সময়ে এমন লোডশেডিং দেখছেন, যা আগে তুলনামূলকভাবে কম ছিল। অতীতে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে গ্রামাঞ্চলে বেশি লোডশেডিং দেওয়া হতো। তবে বর্তমান সরকার সংকটের বোঝা সবাইকে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি বড়ো শহরে বিদ্যুৎ বেশি দিতে হবে এই জন্য না যে, এখানে পাওয়ারফুল মানুষরা থাকে, এটা এই জন্য যে, বড়ো শহরগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশি থাকে। সেই কারণে নীতিগতভাবে একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু যেহেতু

এই সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে , লোডশেডিংটা সবাই ভাগ করে নেবে , তাই ঢাকায় এখন লোডশেডিং দেখছি আমরা , বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা। তিনি বলেন, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময় 'আনইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ' সরবরাহের যে দাবি করা হয়েছিল , বাস্তবে তখন কতটা লোডশেডিং হয়েছিল , তার তথ্যও প্রকাশ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন , আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন , আশা করি আগামী সপ্তাহে আপনাদের আমি সেই ডেটাটাও দেব। ওই ডেটাটা নিয়ে আমি কাজ করছি। ওই সময়ও কী পরিমাণ লোডশেডিং আসলে ছিল, কত মেগাওয়াটের লোডশেডিং হয়েছে। তার দাবি, ওই সময় লোডশেডিংয়ের বড়ো অংশ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে আমরা সরে এসেছি। আমরা আশা করি , জনগণ এটা বুঝবে। বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ তুলে ধরে জাহেদ উর রহমান বলেন , জ্বালানি ঘাটতি, বিদ্যুৎকেন্দ্রের আকস্মিক যান্ত্রিক ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চালন গ্রিডের সীমাবদ্ধতা এবং দ্রুত বাড়তে থাকা চাহিদার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

পাহাড়ে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কে ২ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা অনুমোদন এডিবির

পাহাড়ে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের জন্য ১৭ দশমিক ৫ কোটি ডলার অনুমোদন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। প্রতি ডলার সমান ১২২ টাকা ৭৯ পয়সা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। এডিবি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ , কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সেবার উন্নয়নেও অবদান রাখবে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটির ঢাকা অফিস থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞাপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্গম চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুতের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবিকা বৃদ্ধি , অত্যাবশ্যকীয় সেবার উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এই ঋণ ব্যবহার করা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

রানা প্লাজা দুর্নীতি মামলা: ফের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের নির্দেশ আদালতের

সাভারের রানা প্লাজা নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলায় ভবনটির মালিক সোহেল রানাসহ আট আসামির বিরুদ্ধে আজ রায় ঘোষণা হয়নি। রায়ের পর্যায় থেকে মামলাটি আবারও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য ফিরিয়ে নিয়েছেন আদালত। কিছু বিষয় আরও স্পষ্ট করার প্রয়োজন হওয়ায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিভাগীয় স্পেশাল জজ বি এম তারিকুল কবীরের আদালত এ আদে শ দেন। দুদকের প্রসিকিউটর ইসতিয়াক আহমেদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলার কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেছেন বিচারক। এ কারণে রায়ের পর্যায় থেকে মামলাটি আবার যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য রাখা হয়েছে। যুক্তিতর্ক শেষ হওয়ার পর আদালত রায় ঘোষণা করবেন। এর আগে গত ১৬ আগস্ট মামলাটির রায় ঘোষণার দিন ছিল। তবে সেদিন রায় প্রস্তুত না থাকায় তা ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। পরে আদালত ১ সেপ্টেম্বর নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন। সেই অনুযায়ী আজ রায় ঘোষণার অপেক্ষা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মামলাটি যুক্তিতর্কের পর্যায়ে ফিরে গেল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

শিশু নিখোঁজের ঘটনায় ৭ মাসে ১৫ হাজার ৭১৭ জিডি, অনেকে ফিরে এসেছে

দেশে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় গত সাত মাসে ১৫ হাজার ৭১৭টি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তবে সবগুলো শিশুই নিখোঁজ থেকে যায়নি, এর একটি বড়ো অংশ পরবর্তীতে পরিবারের কাছে ফিরে আসে বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে ঠিক কত শিশু নিখোঁজ হওয়ার পর আর ফিরে আসেনি , সেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরকারের কাছে নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকা রের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ডা . জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, গত সাত মাসের ডেটা তো আপনারা জানেন, ১৫ হাজার ৭১৭ জনের ব্যাপারে জিডি হয়েছে। আর ২০২৫-এর জুন থেকে ডিসেম্বর , এই সাত মাসে ১৩ হাজার ৮৭৬টা জিডি হয়েছে। শিশু নিখোঁ জের জিডির সংখ্যা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, একটি শিশু হারিয়ে গেলে পরিবার জিডি করে। কিন্তু সেই জিডির অর্থ এই নয় যে , শিশুটি আর ফিরে আসেনি। বরং এর একটি বড়ো অংশ পরবর্তীতে ফিরে আসে। তিনি বলেন, আমরা হিসাব করতে পারি এর বিরাট এ কটা অংশ ফেরত আসে। কোনো কোনো পত্রিকা পরে ফলোআপ রিপোর্ট করেছে এবং এটাও মিডিয়ার কাজ আসলে। তবে নিখোঁজের ঘটনায় করা জিডির মধ্যে ঠিক কত শিশু আর ফিরে আসেনি, সেই তথ্য পুরোপুরি নেই জানিয়ে তিনি বলেন, এক্স্যাক্টলি কত শিশু আর ফিরে আসেনি, এই ডেটাটা পুরোপুরি নেই আমাদের কাছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর দরজা খুলছে খরচ নেবে না নিয়োগকর্তা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা . জাহেদ উর রহমান বলেছেন , বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শিগ্ গির মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের দরজা খুলছে। বাংলাদেশ সরকা রের বিশেষ অনুরোধের পর মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ কর্মীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মীদের বিমানভাড়াসহ কোনো ধরনের ব্যয় বহন করতে হবে না। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত প্রে স

ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। প্রধানমন্ত্রী এই উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে শিগ্‌গির নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ কর্মীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নেওয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। বিমানভাড়াসহ কর্মীদের কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি দূর করার কথা বলেন উপদেষ্টা। তিনি জানান, মালয়েশিয়া সরকার কর্মী সরবরাহকারী প্রধান পাঁচটি দেশের মধ্যে নেপাল ও বাংলাদেশের জন্য ২৫টি করে এবং ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের জন্য ১০টি করে রিক্রুটিং এজেন্সিকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি মালয়েশিয়া সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের সঙ্গে সাংবাদিকদের সুবিধাও দেখা হবেঃ ডা. জাহেদ উর রহমান

নতুন জাতীয় পে-স্কেল বাস্তবায়নের সঙ্গে সাংবাদিকদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে না পারলে ভালো সাংবাদিকতা পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে সরকার দ্রুত কাজ করবে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানাতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বেসরকারি সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং নবম ও দশম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে জাহেদ উর রহমান বলেন, সাংবাদিকদের বিষয়টি 'রিয়েল প্রবলেম'। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংকটসহ এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কাজ করছে। একপর্যায়ে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, অষ্টম ওয়েজ বোর্ডের পর নবম ওয়েজ বোর্ডের আলোচনা হলেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একইসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দাবি থাকা দশম ওয়েজ বোর্ডও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জবাবে উপদেষ্টা বলেন, অবশ্যই বাস্তবায়ন..., আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত করছি না। নবম ও দশম ওয়েজ বোর্ড একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা হবে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একসঙ্গে হবে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, নিশ্চয়ই করবো এবং আমি এটা একেবারেই একমত নীতিগতভাবে। আমরা যদি সাংবাদিকদের চাকরি এবং তাদের জীবিকাকে সঠিকভাবে নিশ্চয়তা দিতে না পারি, আমরা বেটার জার্নালিজম পাবো না। এ বিষয়ে দ্রুত কাজ করার কথাও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হবেঃ রিজভী

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেশে গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, সব ধরনের সংকট মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন রিজভী। তিনি বলেন, দেশে চলমান বিদ্যুৎ-জ্বালানি পরিস্থিতি একটি বৈশ্বিক সংকট। তবে সরকার হাত গুটিয়ে বসে নেই। দ্রুত সব ধরনের সংকটের সমাধান হবে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, সরকার এবং দল হিসেবে বিএনপি একে অপরের সহযোগী। চ্যালেঞ্জ ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রসঙ্গ তুলে রিজভী বলেন, দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিয়াউর রহমান। আন্দোলন ও সংগ্রামে খালেদা জিয়া বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন। তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তিনি গণতন্ত্রের মা, গণতন্ত্রের প্রতীক। রিজভী বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে সবাই আজ সুসংগঠিত। তিনি তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। সংকট আসবেই, তবে তা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই অঙ্গীকারকে সা মনে রেখে খালেদা জিয়া তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রাম একপর্যায়ে প্রবল গণআন্দোলনে রূপ নেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে শিশুমৃত্যু হাজার ছুঁই ছুঁই

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব কমছেই না। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায়ও সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১২৩১ শিশু। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮৮০ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে আরও ৯৯ শিশু। অর্থাৎ, এসময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ৯৭৯ শিশু মারা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা নতুন পে-স্কেলে বেতন-ভাতা পাবেন : শিক্ষামন্ত্রী

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা নতুন পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং সে অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরও নতুন বেতন কাঠামোতে বেতন দেওয়া হবে।' এর আগে, সোমবার বিকেলে 'জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৬' অনুমোদন দেয় সরকারের মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সন্ধ্যায় এ নিয়ে ব্রিফিং করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা নতুন পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হবেন কি না। জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি বলেন, 'এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।' এ নিয়ে তাৎক্ষণিক ক্ষোভ জানায় দেশের প্রায় সোয়া ছয় লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট। সংগঠনের পক্ষ থেকে পে-স্কেলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

সীমান্ত নজরদারিতে ব্যবহার হবে থার্মাল-নাইট মিশন ড্রোন

সীমান্তের দুর্গম এলাকাগুলো নজরদারি করতে থার্মাল ও নাইট-মিশন ড্রোন ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তরে 'সীমান্ত স্কুল অব সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ড্রোন ওয়ারফেয়ার' উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্রপাচার, মানবপাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়ানো হবে। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের ইতিহাসে বিজিবির এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ একটি অনন্য ঘটনা। মেধা, প্রযুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই বিভিন্ন বাহিনী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কার্যক্রম বাড়ানো হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'যে-সব এলাকায় জনবল দিয়ে ম্যানুয়ালি নজরদারি করা সম্ভব নয় অথবা খুবই কঠিন, সেখানে ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স, নাইট মিশন ও থার্মাল ড্রোন ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে সীমান্তের অপর পাড়ে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার পাশাপাশি চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্রপাচারের মতো কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।' তিনি বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্রপাচার এবং মানবপাচারসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা হবে। বিজিবির জন্য নিজেদের ড্রোন তৈরি ও অ্যাসেম্বল করার উদ্যোগের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এগুলো নিজেরাও এখানে অ্যাসেম্বল করছি, বানাচ্ছি। ভবিষ্যতে সেটা আমাদের জন্য একটা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

নেপালে বন্যায় শত শত প্রাণহানিতে বাংলাদেশ সরকারের শোক সহায়তার আশ্বাস

নেপালে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে শত শত মানুষের প্রাণহানি এবং ব্যাপক সম্পদ ও অবকাঠামো ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় নেপাল দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে শোকবইয়ে সই করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান এসব তথ্য জানান। শোকবইয়ে তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গত ২৬ আগস্ট নেপালের উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে শত শত মানুষ যার মধ্যে পর্যটকরাও রয়েছেন, তাদের নিহত হওয়া এবং বিপুল সম্পদ ও অবকাঠামো ধ্বংসের ঘটনায় নেপাল সরকার ও বন্ধুত্বপূর্ণ নেপালের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' তিনি আরও লেখেন, 'গভীর এই শোকের সময়ে ভয়াবহ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রার্থনা রইল।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ম্যানেজিং কমিটি নয়, এনটিআরসিএর মাধ্যমেই হবে শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আগের মতো প্রিলিমিনারি, লিখিত ও এমসিকিউ পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ অর্জন করতে হবে প্রার্থীদের। সেই হিসেবে এনটিআরসিএর মাধ্যমেই শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি বহাল থাকছে। একইসঙ্গে আগের সেই বিতর্কিত রেজুলেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক। সভায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান আলিফ রুদাবা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব হেলালুজ্জামান সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় অংশ নেওয়া মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষক নিয়োগ বা নিবন্ধন পরীক্ষা আগের মতোই নেওয়া হবে। আগের নেওয়া সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। শিগ্গির এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি হবে। এর আগে, গত ৩ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এখন থেকে এনটিআরসিএ এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবে না। ওই সভার কার্যবিবরণী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান ওইদিনের সভায় অবহিত করেন, ২০০৫ সালের ১ নম্বর আইন 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫'-এ প্রদত্ত

ক্ষমতাবলে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা , ২০০৬' অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি পঞ্জিকা বর্ষে অন্তত একবার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ড. ইউনূসসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণে রুল

হামে আক্রান্ত এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারকে কেন ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না , তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ড. ইউনূসসহ সংশ্লিষ্ট ছয়জনকে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট জুয়েল আজাদ। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট আবিদা আসমা প্রমি। এর আগে, ৬ জুলাই টিকার সংকট ও সরবরাহে গাফিলতির কারণে এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। রিটে অবহেলার কারণ অনুসন্ধানে কমিটি ও ক্ষতিপূরণ হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে ৫ লাখ টাকা ও চূড়ান্তভাবে ১ কোটি টাকার আবেদন করা হয়। রিট আবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসসহ ছয়জনকে বিবাদী করা হয়। অন্যরা হলেন- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব , স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব , স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঢাকার ডিসি। গত ২৬ মে শ্যামলীর বেবি কেয়ার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে হামে আক্রান্ত হয়ে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের ক্লার্ক মো. শাকিলের সাত মাসের শিশু সাফওয়ান ইসলাম জাহিনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় হাম নিয়ে অবহেলার অভিযোগ তুলে শাকিলের পক্ষে রিট আবেদন করেন আইনজীবী মো. জুয়েল আজাদ। সেখানে অবহেলার কারণ অনুসন্ধানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন এবং অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে ৫ লাখ টাকা ও চূড়ান্তভাবে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আবেদন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

চার শর্ত পূরণ না হলে প্রকল্প অনুমোদন নয় : অর্থমন্ত্রী

সরকারি অর্থের অপচয় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন , সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক ব্যবহার ও প্রতিদান নিশ্চিত করতে হবে। চারটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না হলে কোনো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ২৪তম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, অর্থমন্ত্রী হিসেবে কোনো প্রকল্প পাস করার আগে আমি চারটি বিষয় নিশ্চিত করি। প্রথমত, সেখানে অর্থের সঠিক মূল্য আছে কি না । দ্বিতীয়ত, এই বিনিয়োগ থেকে কী রিটার্ন বা প্রতিদান আসছে। তৃতীয়ত, এটি কর্মসংস্থান তৈরি করছে কি না এবং চতুর্থত, পরিবেশগত দিক রক্ষা করা হচ্ছে কি না। তিনি বলেন, এই চার শর্ত পূরণ না করলে আমার কাছে কোনো প্রকল্প আনবেন না। আমি ফেরত পাঠিয়ে দেব। কারণ এগুলো দেশের সাধারণ করদাতাদের টাকা। কোনো অবস্থাতেই এই টাকার অপচয় মেনে নেওয়া হবে না।
চুয়েটের আইটি ইনকিউবেটর প্রসঙ্গে আমির খসরু জানান , প্রায় ২৪ বছর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকায় একটি আইটি ইনকিউবেটর করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকারগুলোর ধারাবাহিক উদ্যোগ ও তদারকির অভাবে সেখান থেকে পুরোপুরি সুবিধা নেওয়া যায়নি। চুয়েটেও আইটি ইনকিউবেটরে বড়ো অবকাঠামোগত বিনিয়োগ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিনিয়োগ থেকে আদৌ কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে কি না , তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিটি মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির নিয়ন্ত্রণ থাকলে সেখানে কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা তৈরি হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরের বিষয় হওয়ায় চুয়েটের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই পরিচালনা করা উচিত। এখান থেকে কী আউটপুট আসবে, তার পরিকল্পনাও চুয়েটকেই করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

শেখ সেলিম পরিবারের ৩৬ কোটি টাকার অসংগতিপূর্ণ সম্পদের খোঁজ পেয়েছে দুদক

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গোপালগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম , তার স্ত্রী ও সন্তানদের নামে মোট ৩৬ কোটি ২৯ লাখ ৩৯ হাজার ৪৯৫ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ও অতিরিক্ত সম্পদের সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) কমিশনের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। অনুসন্ধানে এর প্রমাণ পাওয়ার পর শেখ ফজলুল করিম সেলিম, তার স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। দুদকের অভিযোগে বলা হয়, শেখ ফজলুল করিম সেলিমের নিজের নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩ কোটি ৫৯ লাখ ১৮ হাজার ৬০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। একইভাবে তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের নামেও আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বিপুল সম্পদের তথ্য পেয়েছে অনুসন্ধান দল। এর মধ্যে তার স্ত্রী ফাতেমা সেলিমের নামে এক কোটি ৭০ লাখ ৬১ হাজার ৩৫৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ পাওয়া গেছে। ছেলে শেখ ফজলে নাঈমের নামে ১১ কোটি ৭০ লাখ ৬১ হাজার ৪৪ টাকা, মেয়ে শেখ আমেনা সুলতানা সোনিয়ার নামে ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৫৫ হাজার টাকা এবং আরেক ছেলে

ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিমের নামে ২ কোটি ৫০ লাখ ৪৪ হাজার ৩৬ টাকা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ছুটি শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে না ফেরায় সিনিয়র সহকারী সচিব বরখাস্ত

ছুটি শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগ না দেওয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) সিনিয়র সহকারী সচিব উম্মে হানীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সরকার। 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সোমবার (৩১ আগস্ট) রাতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য ২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত উম্মে হানীর প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। কোর্সটি শেষ করার জন্য প্রেষণের ধারাবাহিকতায় তার অনুকূলে ২০২২ সালের ১ জুন থেকে ২০২৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রেষণ এবং ২০২৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত অধ্যয়নছুটি মঞ্জুর করা হয়। এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উম্মে হানীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়। এরপর চলমান পিএইচডি প্রোগ্রাম শেষ করার জন্য তিনি আবারও ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধ্যয়নছুটির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, উম্মে হানীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং অর্ধগড়বেতনে অধ্যয়নছুটি মঞ্জুর হওয়ায় আগের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদও বাড়ানো হয়। পরবর্তী সময়ে তার অধ্যয়নছুটির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন) সংক্রান্ত কমিটির সভায় নামঞ্জুর করা হয়। একই সঙ্গে অনুমোদিত ছুটি শেষে দেশে ফিরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্য তাকে চিঠি দেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

বন্যা-ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫শ পরিবারকে সহায়তা দিলো আরব আমিরাত

সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার (ইউএই)। ঢাকায় অবস্থিত ইউএই দূতাবাসের ফরেন এইড অফিসের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রায় ১০ হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও নন-ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫শ পরিবারের মধ্যে এসব মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হয়। সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক সচিব ড. মো. জাকারিয়া। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ডিরেক্টর অব ফরেন এইড রাশেদ মোহাম্মদ নাসের আলেমইল আলজাবি উপস্থিত ছিলেন। রাশেদ মোহাম্মদ নাসের আলেমইল আলজাবি বলেন, 'বন্যা ও ভূমিধসের মতো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জরুরি প্রয়োজন মেটাতে এবং তাদের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব করতেই এ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

দাবি না মানলে স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না : গোলাম পরওয়ার

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন , প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে (সিইসি) কিছু দাবি নিয়ে এসেছিলাম। এসব দাবি , আমাদের দাবি মানতেই হবে। নইলে স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। বৈঠকে দলটির ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। ইসির পক্ষ থেকে বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন , নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ , ইসি আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন , সিইসির কাছে আমরা কয়েকটি দাবি ও আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সম্ভাব্য তফসিলের প্রসঙ্গে আজকের বৈঠকে আসা। কিছু দাবি আগেও ইসিকে জানানো হয়। সেগুলোর ফলোআপ , কতটুকু এগোলো তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন , কমিশন তাদের একটি মিটিংয়ে অনুমোদন দিয়েছে এমপিওভুক্ত শিক্ষক যারা আছেন তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এটা বাতিল করতে বলেছি। এটি সংবিধানের আর্টিকেল ২৭ , ২৮ এ উল্লেখ করা সমতা ও বৈষম্যহীনতার পরিপন্থি। এটি সংবিধানের লঙ্ঘন। রাজনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ এমন দলের কাউকে (পদবি হোল্ড করছেন) নির্বাচনে রাখা যাবে না বলে আমরা জানিয়েছি। তিনি বলেন, ইসিতে সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া শামসুল আলম সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাকে এডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটিও সংবিধানের লঙ্ঘন। ইসি তাদের ব্যবস্থা জানাবে বলেছে। এও বলেছে নিয়োগ দেওয়ার এখতিয়ার তাদের (ইসির) নেই। সিটি করপোরেশন , জেলা প্রশাসনে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যাতে নির্বাচনের আগের সময়ে তারা মাঠ তৈরি করতে পারে। এটার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর তারা পদত্যাগ করলেও হবে না। যারা প্রশাসক তাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে বলে আমরা দাবি জানিয়েছি। মন্ত্রী এমপিরা যেন স্থানীয় নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নিতে না পারেন

সেটিও বলেছি আমরা। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন , ১১ দলীয় ঐক্য হয়েছে শুধু জাতীয় নির্বাচনের জন্য। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোটের শরিকদের সঙ্গে সংঘাত হবে না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

স্কুলের ছাত্রীদের 'পিংক সাইকেল' দেওয়া হবে : শিক্ষামন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে 'পিংক সাইকেল' উপহার দিতে চান বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। শিগগির এ নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে। একই সঙ্গে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদেরও অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. এহছানুল হক মিলন, সারাদেশে আমাদের প্রায় ১৯ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোতে প্রতিটি ক্লাসে মেয়েদের আরও শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাদের জন্য একটা গিফটের কথা বলেছেন। আর সেটি হচ্ছে পিংক সাইকেল বা গোলাপি সাইকেল। তাদের দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

জুলাই যোদ্ধাকে চেক দেওয়ার কথা বলে অর্থ দাবি ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

জুলাই যোদ্ধাকে চেক দেওয়ার কথা বলে অর্থ দাবি , পরে একটি কক্ষে নিয়ে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ১৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আদালত অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলমের আদালতে মামলাটির আবেদন করেন 'জুলাই যোদ্ধা' গিয়াস উদ্দিন। বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত সিআইডিকে অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী ইয়ামিন মিয়া জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মামলার অভিযোগে গিয়াস উদ্দিন বলেন , জুলাই যোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্য অর্থের চেক নিতে তিনি জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে যান। তবে সেখানে চেক না পেয়ে বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ে গিয়ে বিষয়টি সারজিস আলম , হাসনাত আব্দুল্লাহ, তাসনিম জারা ও স্নিগ্ধকে জানান। অভিযোগ অনুযায়ী, তারা তাকে ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে গিয়ে চেক নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে ফাউন্ডেশনে গেলে আসামিরা তাকে একাধিকবার সময়ক্ষেপণ করে 'আজ নয়, কাল' আসতে বলেন। মামলার অভিযোগে আরও বলা হয়, গত বছরের ৩ মে চেক নিতে রমনা মডেল থানাধীন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে যান গিয়াস উদ্দিন। সেখানে তাকে জানানো হয় , তিন লাখ টাকার চেকের অর্ধেক অর্থাৎ দেড় লাখ টাকা দিলে তিনি চেকটি নিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন। গিয়াস উদ্দিন ওই অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কৌশলে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সেখানে প্রিন্স ও সাগর তার দুই হাত ধরে রাখেন। এরপর শাহিদ ও সায়েম তাকে কিল-ঘুসি ও লাথি মারেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়। একপর্যায়ে তাকে দেয়ালের দিকে ধাক্কা দিলে রডে মাথায় আঘাত লেগে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ রিহাব)

মিয়ানমারে পাচার হচ্ছিল ৪১০ বস্তা ইউরিয়া সার, জব্দ করলো কোস্ট গার্ড

মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে ৪১০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি কার্গো বোট জব্দ করা হয়। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিষয়টি জানান। তিনি বলেন , সোমবার দিনগত রাত ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীতাকুণ্ড থানার বাড়বকুণ্ড ঘাট এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাটিয়ারী। এ সময় ওই এলাকায় সন্দেহজনক একটি কার্গো বোটে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে বহন করা ৪১০ বস্তা ইউরিয়া সার পাওয়া যায়। জব্দ করা সা রের আনুমানিক বাজারমূল্য ১৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। একই সঙ্গে পাচারকাজে ব্যবহৃত কার্গো বোট জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যান। ফলে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন। জব্দ করা সার ও পাচারকাজে ব্যবহৃত বোটের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা বলেন , চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকায় বিএনপি নেতার বাড়িতে গুলি, অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

রাজধানীর ডেমরা সারুলিয়া এলাকায় থানা বিএনপির আহ্বায়ক মো . সেলিমের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনায় অভিযান চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র , দুটি ম্যাগাজিন ও ১৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দু ইজনকে গ্রেফতারের তথ্য দিয়েছে পুলিশ। তারা হলেন- ডেমরার বড়ভাঙ্গা এলাকার তাপস (৩৮) ও পূর্ব বক্সনগর এলাকার মো. মাসুদ রানা (৩৫)। জানা গেছে, মাসুদ রানা ডেমরা থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী এ তথ্য জানান। তিনি জানান , ডেমরা

থানার একটি মামলার তদন্তে তথ্য -প্রযুক্তির সহায়তায় তাপসের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায়। সোমবার দিনগত রাত আড়াইটার দিকে ডেমরা থানাধীন সুলতানা কামাল সেতুর ঢাল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার বরাবো শরীফ মেলামাইলন -সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে মামলার তদন্তে পাওয়া আরেক আসামি মাসুদ রানাকে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

শাহজালাল বিমানবন্দরে ৭৫ লাখ টাকার সোনার গহনাসহ আটক২

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ৭৫ লাখ ৬২ হাজার টাকার সোনার গহনাসহ দুইজনকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিমানবন্দরের ব হুতল কার পার্কিংয়ের নিচতলার বহির্গেট এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন- খায়রুল হাসান আকন (২৯) ও শেখ আরিফুল ইসলাম (৪৬)। এয়ারপোর্ট এপিবিএনের পুলিশ সুপার (অপারেশনস) মোহাম্মদ নাজির আহমেদ খা ন জানান, আটক দুই ব্যক্তি বিমানবন্দর এলাকায় সন্দেহজনক ঘোরা ফেরা করছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে এপিবিএনের সদস্যরা তাদের আটক করেন। পরে তাদের শরীর তল্লাশি করে মোট ৪৭৫ দশমিক ৬ গ্রাম (৪০ দশমিক ৭৮ ভরি) সোনার গহনা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা সব সোনার গহনা ২১ ক্যারেটের। এসবের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রা য় ৭৫ লাখ ৬২ হাজার ৪০ টাকা। জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন , বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রীদের মাধ্যমে এসব সোনার গহনা বাংলাদেশে আনা হয়েছে। তারা দীর্ঘদিন বিমানবন্দরকেন্দ্রিক সোনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলা করা হয়েছে। পুলি শ সুপার নাজির আহমেদ খা ন বলেন, বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে এপিবিএন সক্রিয় রয়েছে। সোনা ও মাদক চোরাচালান রোধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

গরম বাড়তে পারে সেপ্টেম্বরে, তাপপ্রবাহের সঙ্গে সাগরে লঘুচাপের আভাস

চলতি সেপ্টেম্বর মাসে দেশে গরম বাড়তে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকার পাশাপাশি ২ থেকে ৩টি মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। একই সময়ে বঙ্গোপসাগরে এক থেকে ৩টি মৌসুমি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আভাস রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস দিতে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এই পূর্বাভাস দিয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রে কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক ও বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান মো . মমিনুল ইসলাম। দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩ থেকে ৫ দিন বজ্রঝড় হতে পারে। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে ২ থেকে ৩টি মৃদু (৩৬ থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৩৮ থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। বঙ্গোপসাগরে এ মাসে এক থেকে ৩টি মৌসুমি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি মৌসুমি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। সেপ্টে ম্বর মাসে দেশের প্রধান নদ -নদীগুলোতে স্বাভাবিক প্রবাহ বিরাজ করতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু স্থানে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সদ্য শেষ হওয়া আগস্ট মাসে সারাদেশে স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বৃষ্টিপাত ছিল স্বাভাবিক। অন্য বিভাগগুলোতে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ইফার বোর্ড অব গভর্নরস গঠন, আলেমদের মধ্যে যারা আছেন

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) নতুন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করেছে সরকার। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন , ১৯৭৫'-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী এ বোর্ড গঠন করে মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এতে পদাধিকার বলে ছয়জন এবং সরকার মনোনীত সাতজনসহ (দুইজন সংসদ সদস্য এবং পাঁচজন আলেম) মোট ১৩ জনকে বোর্ড অব গভর্নরসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদাধিকার বলে নিযুক্তদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্র ণালয়ের মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান , ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে গভর্নর করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালককে করা হয়েছে সদস্য-সচিব। সরকারের মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্যও বোর্ডে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তারা হলেন , ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও গাইবান্ধা -৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার এবং কক্সবাজার -৪ আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। এছাড়া, বাংলাদেশের প্র খ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য থেকে সরকার পাঁচজনকে গভর্নর হিসেবে

মনোনীত করেছে। তারা হলেন - ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার মুহতামিম এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী, বরিশালের চরমোনাই আহসানাবাদ রশিদিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মো. মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক)-এর মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক, মারকাযুল হুদা আল-ইসলামী বাংলাদেশের মহাপরিচালক ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব মুফতি আজাহারুল ইসলাম এবং নূরে মদীনা আল-আরাবিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ যাত্রাবাড়ীর বাইতুল মামুর জামে মসজিদের খতিব ও সম্মিলিত ইমাম খতিব পরিষদের মহাসচিব মুফতি শরীফ উল্লাহ। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদাধিকার বলে নিযুক্ত গভর্নররা ছাড়া অন্যান্য গভর্নরদের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে তিন বছর। তবে তিন বছর পার হলেও তাদের স্থলে সরকার নতুন গভর্নর মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গভর্নর দায়িত্ব পালন করে যাবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রযুক্তি নয়, দক্ষ ও সমন্বিত জনসেবাই ডিজিটাল রূপান্তরের মূল লক্ষ্য

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন, ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্য শুধু প্রযুক্তি ও সরকারি সেবা ডিজিটাল করা নয়; বরং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সমন্বিত, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করে উন্নত জনসেবা নিশ্চিত করা। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে 'ই-ফেক্টিভ ই-গভর্নেন্স: একসেলেরেটিং ই-গর্ভমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল পাবলিক সার্ভিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় ডেটা গভর্ন্যান্স, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এবং ন্যাশনাল রেসপন্সিবল ডাটা এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক এ সেমিনারের আয়োজন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ই-গভর্ন্যান্স একাডেমির সহযোগিতায় ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্লোবাল গেটওয়ে ইনিশিয়েটিভের অর্থায়নে এ অনুষ্ঠান হয়। আইসিটি মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক ডিজিটাল ব্যবস্থা থাকলেই ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। একই তথ্য বারবার সংগ্রহ ও একই ধরনের প্রযুক্তি সক্ষমতা বারবার তৈরির পরিবর্তে কমন কেপাবিলিটি, ইন্টারঅপারেবিলিটি ও ন্যাশনাল ডাটা এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বাড়াতে হবে। ফকির মাহবুব আনাম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার একটি সমন্বিত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছে। একই তথ্য নাগরিকদের কাছ থেকে বারবার সংগ্রহ না করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিরাপদ ও অনুমোদিত তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

তেজগাঁওয়ে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫৯

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ৫৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

শেখ হাসিনার শাসনামলে গুম ও ভীতির সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়: স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম বলেছেন, শেখ হাসিনার মাফিয়া শাসনামলে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে গুম ও ভীতির সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকদের নিপীড়ন, নির্যাতন, গুম ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করা হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশের মানুষ আর কখনও এ ধরনের গুম ও নিপীড়নের শিকার হয়নি। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এতে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করতে গুম, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আয়নাঘরের মতো গোপন বন্দিশালা এবং ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে এক ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় গুম ও নিপীড়নের আবহ তৈরি করা হয়। এরপর সংসদ সদস্য সানজিদা ইসলাম তার ভাই সাজেদুল ইসলাম সুমনের দীর্ঘ গুমের মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেন। এসময় 'নিপীড়ন থেকে বিপ্লব: রাষ্ট্রের পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন উন্মোচন' ডকুমেন্টশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর বিগত শাসনব্যবস্থার দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক গুম ও দমন-পীড়নের চরম বহিঃপ্রকাশকে ফুটিয়ে তোলা হয়। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান আয়নাঘরে বন্দিজীবনে তার ওপর নিপীড়নের ঘটনা তুলে ধরেন। সংসদ সদস্য হুম্মাম কাদের চৌধুরীও তাকে ৭ মাস গুম করে রাখা ও নির্যাতনের ভয়াবহ বর্ণনা দেন। সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর লুনা উল্লেখ করেন, ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল তার স্বামী ইলিয়াস আলীকে গুম করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছে 'গুম' শব্দটি প্রথম পরিচিতি পায়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে ইলিয়াস আলীকে গুম করেছিল। তিনি এসময় বিচার-বহির্ভূত এসব গুম ও হত্যাকাণ্ডের বিচারের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্যাংক ঋণের চাপ ও ব্যবসায় মন্দা, হতাশায় গলায় ফাঁস

ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের আলিনগর বর্ণ বিদ্যালয় এলাকার একটি বাসা থেকে মো. রুহুল আমিন (২৭) নামের এক কাপড় ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। কামরাঙ্গীরচর থানার উপ -পরিদর্শক (এস আই) জিয়াদ মাহমুদ নাহিদ জানান, খবর পেয়ে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানার আলিনগর বর্ণ বিদ্যালয় এলাকার একটি বাসা থেকে রুহুল আমিন নামের এক কাপড় ব্যবসায়ী মরদেহ উদ্ধার করি। স্বজনদের বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান, রুহুল আমিন পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ব্রাক ব্যাংক থেকে দোকানের জন্য ১০ লাখ টাকার ঋণ নেন। প্রতি মাসে ৫০০০০ টাকা কিস্তি পরিশোধ করতে হতো তাকে। ব্যবসা মন্দ হওয়া র কারণে ঠিকমতো কিস্তি পরিশোধ করতে পারতেন না তিনি। পাশাপাশি অন্য জায়গায়ও তার ঋণ ছিল। এস আই জিয়াদ আরও জানান , নানা বিষয় নিয়ে হতাশায় ছিলেন তিনি। এদিকে এক সপ্তাহ আগে তার স্ত্রী বাবার বাড়িতে চলে যান। তিনি বাসায় একা ছিলেন। এসব বিষয় নিয়ে হতাশায় মঙ্গলবার বিকেলে নিজরুমে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

সরকারের সামনে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে: প্রধানমন্ত্রী

কার্যকর ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব , তবে সরকারের সামনে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সেক্রেটারি আন্দা ফিলিপের সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষাৎকালে একথা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সাক্ষাতে নারী তরুণদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী আমলে বিএনপি নেতাকর্মীদের গুম , খুন ও হয়রানির বিষয়গুলো তুলে ধরেন। অন্যদিকে , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন আন্দা ফিলিপ। প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বলে জানান আইপিইউ সেক্রেটারি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ এলিনা)

চীনা উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

চীনের ইউনান প্রদেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) রিদওয়ানুর র হমান। সোমবার কুনমিংয়ে কুনমিং ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশে এ বিনিয়োগ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি। সভায় তিনি বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরে চীনা উদ্যোক্তাদেরকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা , ঔষধ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য, তথ্যপ্রযুক্তি, হালকা প্রকৌশল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে চীনা বিনিয়োগের আহ্বান জানান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। সভায় বাংলাদেশে র পক্ষে 'বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশন' শীর্ষক উপস্থাপনায় তিনি বাংলাদেশের বড়ো অভ্যন্তরীণ বাজার, তরুণ ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমশক্তি, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদে শে শতভাগ মালিকানা , মুনাফা ও মূলধন প্রত্যাবাসন , কর অবকাশ এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সভায় চীনা উদ্যোক্তারা স্বাস্থ্য সেবা ও মৎস্য খাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় প্রথম সচিব বাংলাদেশে হাসপাতাল ও রোগনির্ণয় কেন্দ্র , চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধ উৎপাদনে চীনা প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া চীনের বাজারে কাঁকড়া ও কুচিয়ার উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় এসব পণ্যের চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কোল্ড-চেইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে চীনে কাঁঠাল ও পেয়ারা রপ্তানির বাজার -প্রবেশ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন , এটি দুই দে শের কৃষিপণ্য বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন সুযোগ তৈরি করবে। কুনমিং ইয়াং উদ্যোক্তা সমিতির সভাপতি ওউইয়াং জিংগাং , সহসভাপতি সান ওয়েনজি, মহাসচিব লি ইসহ ইউনানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি সভায় অংশ নেন। আলোচনা শেষে উভয় পক্ষ নিয়মিত যোগাযোগ , ব্যবসায়িক প্র তিনিধিদল বিনিময় এবং খাতভিত্তিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ এলিনা)

মক্কা প্যাক্টে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করবে সরকার: প্রতিমন্ত্রী

মক্কা প্যাক্টের ক্ষেত্রে সরকার 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। তিনি বলেন, সময় নিয়ে বিষয়টি যাচাই -বাছাই করার পরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) নিজ মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। শামা ওবায়েদ বলেন, 'দেশের জন্য

অমঙ্গল হয়- এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না সরকার। ’ এর আগে, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বৈঠকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রাকে স্বাগত জানায় আইপিইউ। সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্নয়ন , প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংসদীয় কূটনীতি জোরদারের বিষয়েও আলোচনার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী। জানান, তরুণ সংসদের উপস্থিতিকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সংস্থাটি। এছাড়া, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকা বিলায় আন্তর্জাতিক সংসদীয় ফোরামগুলোর সমর্থন আদায়ের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ এলিনা)

ঐতিহ্যবাহী কান্তনগর মন্দির পরিদর্শনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কান্তনগর মন্দির পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে স্ত্রী ডিয়ান ডাওকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুরের কারণ উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে অবস্থিত এ মন্দির পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় তিনি মন্দিরের প্রদীপ আরতী করেন। পরে তিনি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন টেরাকোটার মন্দিরটি ঘুরে দেখেন। এর আগে , তিনি মন্দির এলাকা পৌঁছালে আদিবাসীরা নাচ এবং পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানান। প্রসঙ্গত , উত্তরাঞ্চলের ৫ জেলায় তিনদিনের সফরের অংশ হিসেবে সোমবার (৩১ আগস্ট) দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় তেতুলিয়ার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এ সময় তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ ঘুরে উপভোগ করেন। স্মৃতি ধরে রাখতে নিজের মুঠোফোনে ছবি তুলতেও দেখা যায় তাকে। এ সময় তার সঙ্গে স্ত্রী ডিয়ান ডাও ও মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মেগান বোল্ডিনসহ দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল। এর আগে , রোববার বিকেলে তিনি তেঁতুলিয়ায় আসেন পরে তিনি তেঁতুলিয়ার ঐতিহাসিক জেলা পরিষদ ডাকবাংলো পরিদর্শন করেন ও সেখানে রাতযাপন করেন। এছাড়া আগামী মঙ্গলবার সকালে তিনি উপজেলার মহানন্দ নদী পরিদর্শন করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৯.২০২৬ এলিনা)

জিয়াউর রহমান দেশে প্রথম উন্নয়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে প্রথম বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। একইসঙ্গে তিনিই বাংলাদেশে প্রথম উন্নয়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে শহিদ জিয়াউর রহমান একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ১৯৭১ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠা না হলেও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার সূচনা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তার আহ্বানে এ দেশের ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ স্বাধীন করে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে দেশ যখন আবারও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কার মুখে পড়েছিল, তখন ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্যদিয়ে মেজর জিয়াউর রহমান দেশকে সেই সংকট থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীতে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের রাজনীতির সূচনা করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

গভর্নিং বডি শিক্ষককে সরাসরি বরখাস্ত করতে পারে না : হাইকোর্ট

শিক্ষা বোর্ডের আপিল ও সালিশ কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত গভর্নিং বডি শিক্ষককে সরাসরি বরখাস্ত করতে পারে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর গচিহাটা কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবুল মনসুরকে পেশায় পুনর্বহালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে করা রিটের রুল খারিজ করে বিচারপতি মো. সোহরাওয়ার্দী ও বিচারপতি দিহিদার মাসুম কবিরের সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেন। সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ সেই রায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩১ জানুয়ারি গভর্নিং বডির সভায় গচিহাটা কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবুল মনসুরকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা কার্যকর দেখানো হয়। পরবর্তীতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আপিল ও সালিশ কমিটিতে পাঠানো হলে ২০ এপ্রিলের সভায় তা নামঞ্জুর করে ওই শিক্ষককে বকেয়া বেতন-ভাতাসহ পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন গভর্নিং বডির সভাপতি আখতারুজ্জামান। এই রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল খারিজ করে রায় দেন হাইকোর্ট। এই রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেন, গভর্নিং বডি শিক্ষককে সরাসরি বরখাস্ত করতে পারে না, তারা কেবল প্রস্তাব দিতে পারে। বরখাস্ত কার্যকরের আগে আপিল ও সালিশ কমিটির মাধ্যমে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। আর স্বীকৃত বেসরকারি কলেজের শিক্ষককে বরখাস্তের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে অনুসরণ বাধ্যতামূলক। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদেরও নতুন বেতন কাঠামোতে বেতন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, শিগ্গিরই এ বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০২৬'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বোঝা যায়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির মান ও অবস্থান কেমন। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়। তাই কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালো র্যাংকিংয়ে নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।' আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানোটেকনোলজি, রোবটিকসের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমরা 'ক্রস বর্ডার এডুকেশন'-এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি। এটা চালু করতে পারলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অনেক সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি এর ফলে 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি' ও এদেশে আমদানি করতে পারব।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

<u>বাংলাদেশে কোরআনের বিধান ও আইন প্রতিষ্ঠিত হবে : জামায়াত আমির</u>

বাংলাদেশে কোরআনের বিধান ও আইন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ মিলনায়তনে দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক 'দাওয়াতি সমাবেশে' প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, 'এ দেশ মুক্ত হবে, এ দেশে ইনশাআল্লাহ কোরআনের আইন কায়েম হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাকে-আমাকে নিয়ে, নাকি আপনাকে-আমাকে বাদ দিয়ে আল্লাহর আইন কায়েম হলো? আমরা যদি তার সঙ্গী হতে না পারলাম, আমরা কি সৌভাগ্যবান হবো? আল্লাহতাআলা সেই সৌভাগ্যটা যেন আমাদের দান করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

লিবিয়ার বন্দিশালা থেকে ফিরলেন ১৭৪ বাংলাদেশি

লিবিয়ার তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি থাকা আরও ১৭৪ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। মঙ্গলবার ত্রিপোলিভিত্তিক বেসরকারি বিমান সংস্থা বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে তাঁরা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিবিয়া সরকারের সহযোগিতায় এবং আইওএমের সমন্বয়ে তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল ১৭৪ জন দেশে ফেরেন। এর আগে, গত ১৮ আগস্ট লিবিয়ার বেনগাজিতে আটক আরও ১৭৪ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরানো হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিমানবন্দর সূত্র জানায়, দেশে ফেরা এসব বাংলাদেশি বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে ফেরা বেশিরভাগ বাংলাদেশিই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। তাদের অনেকে সেখানে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছেন। বিমানবন্দরে ফিরে আসা বাংলাদেশিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইওএমের কর্মকর্তারা গ্রহণ করেন। এ সময় জনসচেতনতা বাড়াতে লিবিয়ায় তাদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পরে আইওএমের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে বাড়ি ফেরার যাতায়াত খরচ, খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থাও করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

যাদের নতুন পে-স্কেল না দেওয়ার অনুরোধ জানালো টিআইবি

সরকারি কর্মজীবীদের জন্যলনতুন জাতীয় বেতনকাঠামো মন্ত্রিসভার অনুমোদনকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি যাদের জন্য এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে, তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি। তবে, এই নতুন বেতন-ভাতাকাঠামো বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে সরকারি কর্মজীবী ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা সাপেক্ষে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছে সংস্থাটি। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এক বিবৃতিতে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আর্থিক সক্ষমতার কঠিন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনটি ধাপে সরকারি কর্মজীবীদের নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা খুবই যৌক্তিক। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সরকারি কর্মজীবীদের বেতন-ভাতা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পেশাগত উৎকর্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রত্যাশা করা অসম্ভব। তবে, জনগণের করের টাকায় তাদের এই বেতন-ভাতা বৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে হলে, সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মজীবী ও তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের আয় ও সম্পদের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করাসহ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থাৎ, যে সকল কর্মজীবী তাদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ বিবরণী প্রতিবছর হালনাগাদ করাসহ প্রকাশ

করবেন, কেবল তাদের জন্যই নতুন বেতন-ভাতা বৃদ্ধি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। যারা প্রকাশ করবেন না, তাদের জন্য নতুন 'পে-স্কেল' প্রযোজ্য হওয়া অনুচিত। এই শর্ত বাস্তবায়িত হলে সরকারি খাতে দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত সেবার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে বলে মনে করি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

পে-স্কেলের কারণে জিনিসপত্রের দাম না বাড়ানোর আহ্বান এফবিসিসিআইর

সরকারি চাকরিজীবীদের পে-স্কেল অনুমোদনের কারণে বাজারে যেন জিনিসপত্রের দাম না বাড়ানো হয়- এমন আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. ফজলুল হক। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বলেছেন, ঋণপত্র বা এলসি খুলতে না পারলে এবং জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট নিরসন না হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। সরবরাহ কমে যাবে, যা পণ্যের দামকে উসকে দেবে। একইসঙ্গে তারা পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআইর কার্যালয়ে নিত্যপণ্যের মজুত, সরবরাহ, আমদানি, মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা উঠে আসে। সভায় নিত্যপণ্যের আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতির বক্তব্যে এফবিসিসিআই'র প্রশাসক বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পে-স্কেল বা বেতন কাঠামো অনুমোদনের পর নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের উচিত, ভোক্তাদের আশ্বস্ত করা যে, পে-স্কেলের সঙ্গে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে, পণ্যের দাম বাড়বে না। একইসঙ্গে তিনি সভায় যে-সব মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ এসেছে, সেগুলো নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরবেন জানান। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

শার্শায় এক বাড়ি থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

যশোরের শার্শায় এক বাড়ি থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শার্শা থানাধীন চটকাপোতা দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত নেদন আলীর ছেলে কামাল হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলো কামাল হোসেন (৪৫) ও তার দুই ছেলে সাবির ও জাবির। স্থানীয়রা জানায়, কামাল হোসেনের একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তার মোট সাতজন সন্তান রয়েছে। আগের দুই স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে। সর্বশেষ স্ত্রীও পারিবারিক কলহের জেরে প্রায় এক সপ্তাহ আগে দুই সন্তানকে রেখে নড়াইলে বাবার বাড়িতে চলে যান। তবে ছেলে সাবির ও জাবির বাবার সঙ্গে বাড়িতে ছিল। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি থেকে শিশু দুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর কামাল হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, শিশু দুটিকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই সময় কামাল হোসেন বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করে আত্মহত্যা করেছেন। শার্শা থানার ওসি শামিনুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, কামাল হোসেন আত্মহত্যা করেছেন। একই ঘটনায় দুই শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। শিশু দুটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ কী, তদন্ত শেষে তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩৭.৪১ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩৭ দশমিক ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আজ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৭ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম৬ পদ্ধতি অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ৩২ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

NEPAL DEATH TOLL CROSSES 1,000 AS RESCUERS RACE TO FIND WORKERS TRAPPED IN MUD-FILLED TUNNELS

The death toll in Nepal from devastating floods on the border with Tibet has crossed 1,000, according to the country's disaster agency. More than 3,900 people remain missing - of whom more than 600 are workers believed to be trapped in a vast network of mud-filled tunnels at hydropower sites along Trishuli River. Engineer's have been pumping air into the tunnels - and while a team did manage to gain entry to one of them, it withdrew after finding on-one there. Nepalese Prime Minister Balendra Shah said on Monday that 279 people had been rescued from the sites. The rescue operation is being spearheaded by an international team made up of Chinese and Nepalese military personnel, while experts from India, Korea and Australia are also involved. (BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

RUSSIAN ATTACK HITS RAIL WORKERS IN NEW DEADLY STRIKES ON KYIV

At least 12 people have been killed and 20 injured, including two children, in overnight Russian missile and drone strikes on Ukraine's capital Kyiv and the wider region, officials say. Six of the casualties were railway workers of the state Ukrzaliznytsia company after a

depot was hit in Kyiv. Russia said its "massive strike using high-precision weapons" targeted Ukraine's military and energy facilities, and added that one person was also killed in Ukrainian strikes on Russia's western Belgorod region. This comes a day after Russian President Vladimir Putin was urged by Indian Prime Minister Narendra Modi, a close ally, to end the war. Modi, whose country's economy depends heavily on discounted oil from Moscow, has made several similar pleas to Putin since he launched a full-scale invasion of Ukraine in February 2022. (BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

ISRAELI FIRE KILLS THREE IN GAZA CITY DURING REPORTED RAID: MEDICS

At least two Palestinian children and a woman have been killed by Israeli fire in western Gaza City, Palestinian medics say. Unconfirmed local reports say that an Israel-backed Palestinian militia carried out a raid and that the Israeli military carried out shelling and air strikes after it was discovered. A third child was killed in a separate incident in central Gaza. Israeli Defence Minister Israel Katz said that a senior Hamas official had been arrested, but it was not clear whether the announcement was related to the incident in Gaza City. Initial Palestinian reports said that a special Israeli unit infiltrated a crowded area using a van and motorcycles. It is not clear whether those involved were Israeli forces or members of an Israel-backed Palestinian militia. A local source told the BBC that a senior Hamas security official was believed to have been targeted. The Israeli military reportedly carried out drone strikes to try to secure the special unit after its presence was uncovered.
(BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

ZAMBIA'S PRESIDENT SWORN IN FOR SECOND TERM WHILE OPPONENT DETAINED

Zambia's President Hakainde Hichilema has been sworn in for a second five-year term following a disputed election and the arrest of his main opponent on treason charges. Hichilema - credited with stabilizing the economy - swept to victory on 13 August with 60% of the vote, according to official results. Runner-up Brian Mundubile, who received 38%, alleged that the outcome had been tampered with. He was unable to mount a legal challenge to the result as the courts were sealed off last week on the final day a case could be filed. Election observers said that while polling day was largely peaceful, some have raised questions about the vote tallying process. European Union observers said staff in many tallying centres did not record results on tally sheets as soon as they were announced and cited weak verification between digital entries and paper records. It added that returning officers frequently paused proceedings while awaiting instructions from headquarters.
(BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

ALGERIA PRESIDENT SEEKS DEATH PENALTY FOR ARSONISTS AFTER DEADLY FOREST FIRES

Algerian President Abdelmadjid Tebboune has said he wants to reinstate the death penalty for arsonists, following a wave of deadly forest fires. The official death toll stands at 12, but independent news outlets believe the figure is much higher. The president ordered the justice ministry to introduce changes to the criminal law introducing capital punishment for arsonists, Capital punishment remains in the country's penal code for some offences, but no execution has been carried out since 1993. More than 100 wildfires have been recorded in recent days in the north-east of the country, most of which have been extinguished. On Saturday, Tebboune said foul play had not been ruled out. The Algerian president said necessary investigations would be carried out especially in view of the intensify of the fires.
(BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

SIX MILLION DEPORTEES FORCED TO START OVER UNDER THE TALIBAN IN AFGHANISTAN

Millions of Afghans have fled across the borders to Pakistan and Iran for decades - seeking refuge or employment - and the number escaping Afghanistan has continued to rise since the Taliban takeover in August 2021. Most are now being forced to return as these two neighbours crack down on undocumented migrants. The UN and human rights groups say the security sweep is reaching far beyond that group to include registered Afghans too. Even Pakistan now publicly says that Afghans with Proof of Registration cards are not exempt. The expulsions show no sign of stopping. The number forced to return this year from Pakistan and Iran has already reached another million, according to the UN's Refugee Agency, the UNHCR. It's a desolate landscape of tarpaulin and plastic shelters, many now

tattered and torn, erected by the UN and other aid agencies to provide refuge for a few nights for a people arriving with nowhere to go. (BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

PAKISTAN WINS INDUS WATERS BATTLE AT THE HAGUE, BUT INDIA THREAT REMAINS

A court of arbitration in The Hague has ruled that India cannot unilaterally suspend the Indus Waters Treaty, rejecting every argument New Delhi has used to justify holding the six-decade-old water-sharing agreement "in abeyance" since April 2025. In a unanimous decision issued on Monday, the five-member court found that the treaty "remains fully in force" and that India "must observe its obligations" under it, including those governing the design and operation of hydropower projects on rivers that flow into Pakistan. The ruling is the first time an international court has ruled on whether India's decision to place the treaty in abeyance is legally valid. India announced the decision in April 2025, after a deadly attack on tourists in Indian-administered Kashmir, saying it would suspend the treaty until Pakistan "credibly and irrevocably" ends supposed for cross-border terrorism. Islamabad denies accusations that it was behind the attack, in which 26 civilians were killed by by gunmen who first tried to determine the religion of their victims. (BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

IRAN URGES US TO HONOUR COMMITMENTS UNDER MoU

President Masoud Pezeshkian says Iran is ready to return to the terms of an interim agreement reached with the United States in June, which was aimed at ending the war, if Washington also does the same. Pezeshkian made the comments at a Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Bishkek, Kyrgyzstan, on Tuesday, a day after the first exchange of fire between the US and Iran in nearly a month. US forces attacked Larak Island, leading to Iran's retaliated, with attacks on two airbases used by them in Jordan. In mid-June, Iran and the US signed a Pakistan- and Qatar-brokered MoU which provided for a ceasefire extension, initiating a 60-day period for negotiations aimed at ending the war, which started with US and israeli strikes on Tehran on February 28.
(BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

TWO KILLED AFTER AMMUNITION-LADEN VEHICLE EXPLODES IN SYRIA'S IDLIB

A vehicle loaded with ammunition has exploded in the town of Binnish in the Idlib countryside in northwestern Syria, according to the Syrian authorities and a security source quoted by Syria's official news agency, SANA. At least two people were killed and five others wounded in the explosion on Tuesday, Idlib Emergency and Disaster Management Directorate said, giving a preliminary toll. Turkiye's Anadolu agency said two civilians were killed and at least eight others wounded in the blast. Emergency response teams were dispatched to the scene, and the wounded were transported to nearby hospitals.
(BBC News Web Page: 01/09/26, FARUK)

:: THE END ::